ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৭৬ ● কলকাতা ● ২২ আশ্বিন, ১৪৩১ ● বুধবার ● ০৯ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

আমার ইশারায় গোটা বলিউড নাচে: শাহরুখ

পৃঃ ৫

আর্জেন্টিনার দলে ফিরলেন মেসি

পৃঃ ৬

সিনিয়র ডাক্তারেরা গণ ইস্তফা দিতেই

বৈঠকে বসতে চলেছে 'বিপন্ন' নবান্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধর্মতলায় অনশন করছেন সাত জন জুনিয়র ডাক্তার। অন্য দিকে, ডাক্তারদের আন্দোলনের সমর্থনে মঙ্গলবার দুপুরে গণ ইস্তফা দিয়েছেন আরজি করের সিনিয়র ডাক্তারেরা। এ হেন পরিস্থিতিতে অচলাবস্থা কাটাতে এ বার নবান্নে জরুরি বৈঠক ডাকলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। জল্পনা, সেই বৈঠকে থাকতে পারেন স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম।প্রসঙ্গত, আরজি কর-কাণ্ডের প্রেক্ষিতে এর আগেও একাধিক বৈঠক হয়েছে নবান্নে। নবান্নের এক আধিকারিক জানালেন, মঙ্গলবারও বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। তবে কী ধরনের বৈঠক, তা স্পষ্ট করেননি তিনি। মনে করা হচ্ছে, পুজোর মুখে নতুন করে এই যে অচলাবস্থা তৈরি হল, তা থেকে মুক্তির পথ বার করতেই

এরপর ৩ পাতায়

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ৯ই অক্টোবর থেকে ১৩ই অক্টোবর, ২০২৪ "দূর্গাপূজা" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ১০ই অক্টোবর থেকে ১৪ই অক্টোবর, ২০২৪ আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না। আগামী ১৫ই অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক

পদ হারিয়ে বিপাকে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : পদ হারিয়ে বিপাকে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের। আর জি কর হাসপাতালের নির্যাতিতা চিকিৎসকের পরিচয় প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন কলকাতা পুলিশের কমিশনের বিনীত গোয়েল। সেই নিয়ে তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দায়ের হয়েছিল মামলা।বিনীতের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার আর্জিতে জনস্বার্থ মামলা চলছে কলকাতা হাই কোর্টে। সোমবার সেই জনস্বার্থ মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মিবর্গ দফতরকে যোগ করতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট।পাশাপাশি হাই কোর্টের বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, ওই দফতরকে আদালতে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে, এই ক্ষেত্রে একজন আইপিএস অফিসারের বিরুদ্ধে কী আইনি পদক্ষেপ করার সুযোগ রয়েছে। কেন্দ্রের কর্মিবর্গ ও প্রশিক্ষণ দফতরটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে রয়েছে। আইপিএস বিনীত গোয়েল কেন্দ্রীয় ক্যাডারের আধিকারিক হওয়ায় তার মামলায় কেন্দ্রের কর্মিবর্গ ও প্রশিক্ষণ দফতরকে মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলাটি করেছিলেন আইনজীবী অমৃতা পাণ্ডে। তিনি জানিয়েছেন কর্মিবর্গ ও প্রশিক্ষণ দফতরের অধীনে থাকা কোনও ব্যক্তি আইনভঙ্গ করলে, তার বিরুদ্ধে কী কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়, সেই বিষয়ে ব্যাখ্যার জন্যই হলফনামা তলব করেছে হাইকোর্ট। পুজোর ছুটির পর দ্বিতীয় সপ্তাহে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হতে পারে।

আরজিকর সহ কয়েকটি হাসপাতালের

৫০ জন সিনিয়র চিকিৎসকগন ইস্তফা দিলেন

বেবি চক্রবর্ত্তী, কলকাতা : নিউজ সারাদিন : জুনিয়ার চিকিৎসারদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সেমিনার চিকিৎসকরা বড়সড়ো পদক্ষেপ নিয়েছেন। আর জি কর হাসপাতালের ৫০ জন সিনিয়র চিকিৎসক। যে সমস্ত চিকিৎসক গন ইস্তফা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিভাগীয় প্রধানরাও রয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। জনিয়ার চিকিৎসকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সরকারের ওপর চাপ বাড়িয়ে এন আর এস, এসএসকেএম সহ একাধিক মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকরা আছেন বলে জানা গেছে। এইরকম অবস্থা চলতে থাকলে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কার্যতা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

জুনিয়র চিকিৎসকরা দশ দফা দাবিতে ধর্মতলায় অনশন করছেন। এই

এরপর ৩ পাতায়

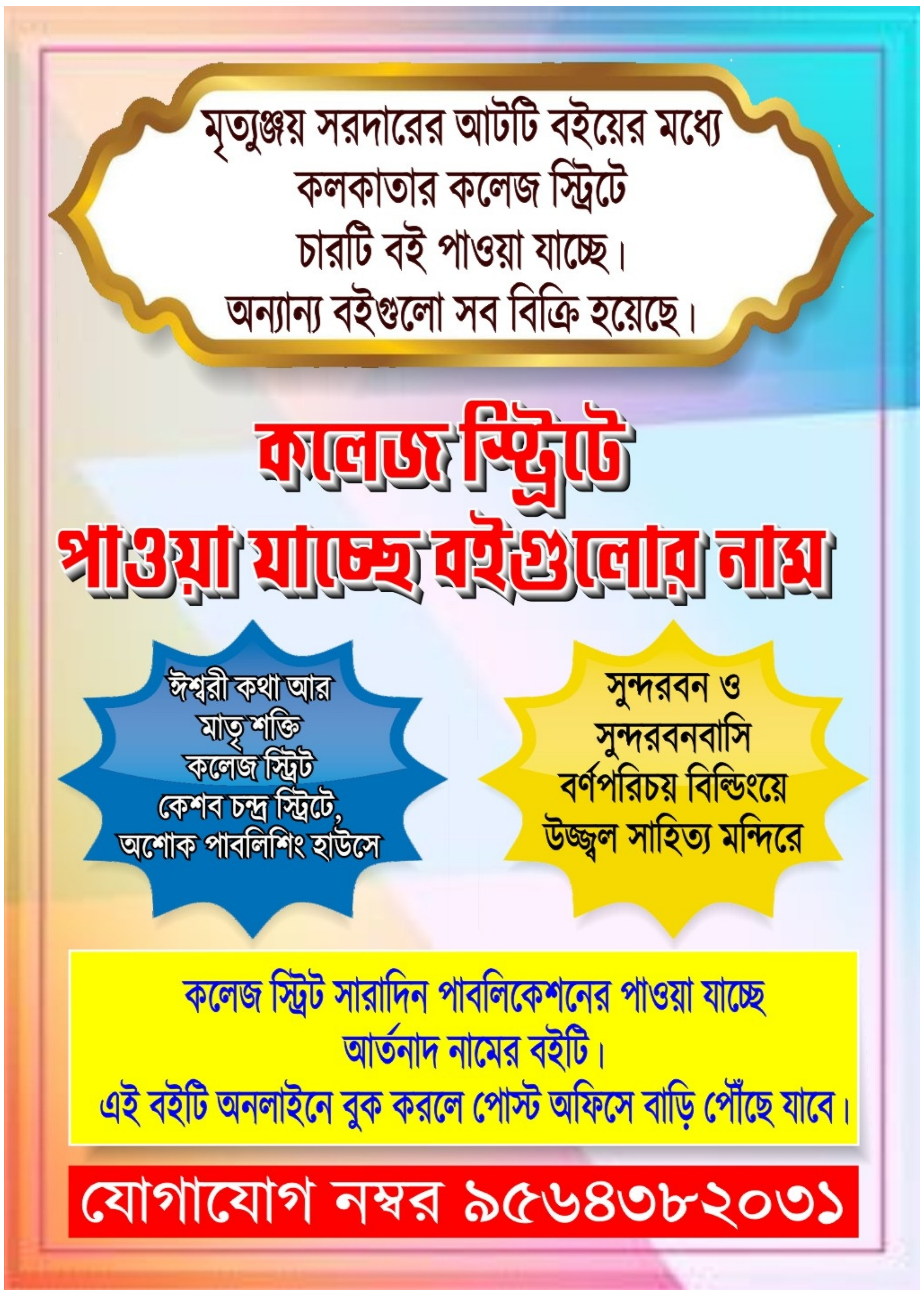

বাস্তবায়িত হয়নি জল নিকাশি প্রকল্প, ফি বছর দুর্ভোগ যন্ত্রনায় মানুষ, এলাকা পরিদর্শনে কোলাঘাটের বিডিও

সন্ন্যাসী কাউরী : কোলাঘাট : ৮ অক্টোবর : নিউজ সারাদিন : কোলাঘাট ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ দেনান-দেহাটি জলনিকাশী প্রকল্প ৪৮ বছর পরও রূপায়িত না হওয়ায় ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার জল রূপনারায়ন নদী দিয়ে বার হতে পারছে না। ফলস্বরূপ প্রায় মাসাধিক কাল ধরে জলমগ্ন রয়েছে কোলাঘাটের প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশটি গ্রাম। এই অবস্থায় জলবন্দী এলাকায় তৈরী হওয়া গোবিন্দচকের বেআইনি মাছের ভেড়ি সংলগ্ন এলাকা আজ পরিদর্শনে আসেন কোলাঘাটের বিডিও অর্ঘ্য ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুরজিৎ মান্না, এবং সেচ দপ্তরের এসডিও। এছাড়াও পরিদর্শনের সময় উপস্থিত ছিলেন কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক সহ সাগরবাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ- প্রধান ও বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিরা। পরিদর্শনের পর বি ডি ও গোবিন্দচক স্লুইশগেটের সামনে দুটি বেআইনী মাছের ভেড়ির মধ্য দিয়ে যে নাসা খালটি মাঠ পর্যন্ত গিয়েছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধানকে সেই নাসা খালটি অবিলম্বে পরিষ্কার ও সংস্কারের নির্দেশ দেন। এছাড়াও জলমগ্ন এলাকার দূষিত জল দ্রুত বের করার ব্যাপারে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া যায়,সে ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য আগামী ১৪ অক্টোবর বিকেলে বিডিও অফিসে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে মিটিং করা হবে বলে জানিয়েছেন বিডিও অর্ঘ্য ঘোষ।

কৃষক সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক অভিযোগ করে বলেন,১৯৭৫ সালে সেচ দপ্তর উক্ত এলাকার নিকাশী সমস্যা সমাধানে দেনান-দেহাটি ড্রেনেজ স্কীম রূপায়ণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু প্রকল্প মঞ্জুরের ৪৮ বছর পরও প্রকল্পটির পূর্ণাঙ্গ রূপায়ন না হওয়ায় চলতি বছরেও কোলাঘাট,পাঁশকুড়া ব্লকের বিস্তীর্ণ অংশের আমন ধানের চাষ নষ্ট হয়েছে। শুধু তাই নয়,এলাকার প্রধান অর্থকরী ফসল ফুল সহ নিচু এলাকার রাস্তাঘাটও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জলনিকাশীর অভাবে বেশ কিছু পুকুরও ইতিমধ্যে ডুবে গিয়ে মাছ ভেসে গিয়েছে। অথচ এলাকা থেকে মাত্র ছ-সাত কিলোমিটার দূরেই কোলাঘাটের রূপনারায়ণ নদী। কোলাঘাটের কাছে রূপনারায়ণের এখনো জলবহন করার যে ক্ষমতা রয়েছে,তাতে এলাকা জলমগ্ন হওয়ার কথা নয়। শুধুমাত্র জলনিকাশীর সুষ্ঠ ব্যবস্থা না থাকায়, নিকাশী খালগুলি নিয়মিত পূর্ণ সংস্কার না হওয়ায় ও খালের ভেতরে যত্রতত্র অবৈধ কাঠামো এবং ডজলনিকাশী অবরুদ্ধ করে বেআইনী মাছের ভেড়ি গড়ে ওঠার কারণে এই বিপত্তি বলে নারায়ণবাবুর অভিযোগ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাঁশকুড়া ব্লকের কেশাপাট, মাইশোরা, পাঁশকুড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত সহ কোলাঘাট ব্লকেরবৃন্দাবনচক, সিদ্ধা-১ ও ২,খন্যাডিহি, সাগরবাড়, পুলশিটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় শতাধিক মৌজার জলনিকাশী হয়ে থাকে ৬ নম্বর(অধুনা ১৬ নম্বর) জাতীয় সড়কের ধার বরাবর সেচ দপ্তরের দেহাটি খাল দিয়ে। কিন্তু ওই বিস্তীর্ণ এলাকার তুলনায় খালটি ঠিকমত প্রশস্ত না হওয়ায় ফি বছর সাধারণ বর্ষণে এলাকার নিচু অংশের মৌজাগুলি জলমগ্ন হয়ে মাঠের ফসল, পুকুর, রাস্তাঘাট ভীষনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষক সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সেচ দপ্তর ১৯৭৫ সালে বরদাবাড় থেকে দেনান পর্যন্ত নূতন একটি খাল খনন করে তা দেহাটি খালের সাথে সংযুক্তির মাধ্যমে "দেনান-দেহাটি জলনিকাশী প্রকল্প" রূপায়ণের জন্য একটি প্রকল্প মঞ্জুর করে। কিন্তু আজও তা পূর্ণাঙ্গভাবে রূপায়িত না হওয়ায় দুই ব্লকের লক্ষাধিক মানুষ প্রতি বছর নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। দেহাটি খাল ও ওই মেন খালের সাথে যুক্ত টোপা ড্রেনেজ, চাপদা-গাজই সহ বিভিন্ন নিকাশী খাল মজে যাওয়ার কারণে এবং নতুন খনন করা দেনান খাল দিয়ে দেহাটি খালের উপরাংশের জল বের করার পরিকল্পনা কার্যকরী না হওয়ার ফলে প্রত্যেক বছর কয়েক হাজার মানুষজনদের এভাবে দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার

সাব-ইন্সপেক্টর জামিন পেল কোর্ট থেকে

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : পার্কস্ট্রিট থানার মধ্যেই, মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারের শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে সাব ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে। গতকাল অভিযুক্ত ঝও-কে গ্রেফতার করে জেল হেফাজত চায় পুলিশ। কিন্তু সকালে গ্রেফতার হলেও বিকেলে জামিন পেয়ে যায় অভিযুক্ত। সাব ইনস্পেক্টরের আইনজীবীর দাবি, পুরোটাই চক্রান্ত।শ্লীলতাহানির অভিযোগ: পার্কস্ট্রিট থানায়, সিভিক ভলান্টিয়ারের শ্লীলতাহানির ঘটনায়, রবিবার গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত সাব ইনস্পেক্টর অভিষেক রায়কে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালত থেকে জামিন পেলেন তিনি। তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। অভিযোগকারী মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার মিথ্যা বলছেন বলে সোমবার আদালতে দাবি ধৃত সাব ইনস্পেক্টরের আইনজীবী। সম্প্রতি, পার্কস্ট্রিট থানার ভিতরই মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে সাব ইনস্পেক্টর অভিষেক রায়ের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাত ৯ টায় পার্ক স্ট্রিট থানায় ডিউটি জয়েন করেন অভিযোগকারিণী। সূত্রের খবর, অভিযোগপত্রে তিনি দাবি করেন, রাত ১ টা ১০ মিনিট নাগাদ থানার ৪ তলার রেস্ট রুমে তাঁকে ডেকে পাঠান সাব ইনস্পেক্টর অভিষেক রায়। পুজোর উপহার হিসাবে সালোয়ার কামিজ দেন। অভিযোগ, এরপরই তাঁর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন ওই সাব ইনস্পেক্টর।মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারের অভিযোগ, সেই সময় এসআই মত্ত ছিলেন। এখানেই শেষ নয়, আরও বিস্ফোরক অভিযোগ করেন মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার। যে পার্ক স্ট্রিট থানাতে তিনি কর্মরত, সেই থানাই তাঁর অভিযোগ নিতে চায়নি বলে দাবি করেন তিনি। এমনকী, ডিউটি অফিসার বিষয়টি মিটমাট করে নিতে বলেন বলেও অভিযোগ। পুলিশ কমিশনার, জয়েন্ট সিপি ক্রাইম, স্বরাষ্ট্র দফতর, ডিসি সাউথ পার্কস্ট্রিট থানার

এরপর ৩ পাতায়

নিজস্ব রীতি মেনে বক্সী বাড়িতে

দুর্গার পুজো হচ্ছে ১৬২ বছর ধরে

অরূপ ঘোষ ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : দশমীর দিন অপরাজিতা পুজো এই পরিবারের রীতি। স্বগোত্রীয় বংশধরদের হাতে নীল অপরাজিতা ফুলের লতা বালার মতো করে পরিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ঘটের শান্তির জল ছিটিয়ে দেওয়া হয় উত্তরসূরিদের মাথায়। বনেদি বাড়ি হিসেবে বিখ্যাত বক্সী বাড়ি। এই পরিবারের পুজোর নিয়মকাননে রয়েছে নিজস্বতা। মা দুর্গার সঙ্গে যেমন থাকেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, তেমনই এখানে অধিষ্ঠান করছেন জয়া, বিজয়া। জয়া, বিজয়ার পুজো আলাদা ভাবে হয়। অঞ্জলিও হয় আলাদা। গোপীবল্লভপুরের জানাঘাটি গ্রামে বক্সী পরিবারের পুজো এবার ১৬২ বছরের পা রেখেছে। বক্সী পরিবার বহু যুগ আগে ছিল মহান্তি পরিবার। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এক সময় গোপীবল্লভপুর ছিল ময়ূরভঞ্জ রাজাদের অধীনে। মহান্তি পরিবারের পূর্বসূরিদের সামজিক কাজে অবদান দেখে খুশি হয়ে রাজা বখশিস দিয়েছিলেন। আর সেই সময় থেকে এই পরিবার বক্সী পরিবার নামে পরিচিত হয়। বক্সী বাড়ির দুর্গা পুজোর মাহাত্ম্য যথেষ্ট। তার টানেই পাশের রাজ্য, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা থেকে মানুষজন আসেন পুজোয়। শোনা যায়, একসময় যখন রাস্তাঘাট ছিল না, তখনও লোকে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে, কাঁধে সাইকেল চাপিয়ে পুজো দেখতে আসতেন জানাঘাটিতে বক্সী বাড়িতে।

বক্সী বাড়ির পুজার প্রচলন নিয়ে রয়েছে একটি সুন্দর কাহিনি। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বক্সী বাড়ির দুর্গা পুজোর প্রচলন হয় শ্রীহরি বক্সীর হাত ধরে। এই শ্রীহরি বক্সী ছিলেন এলাকার জনদরদি মানুষ। মানব সেবায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক। এলাকায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। যে কোনও বিপদে তিনি মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি বাড়িতে শুরু করেন দুর্গা পুজো। তাঁর পরিবারের লোকজন বলেন, তাঁরা শুনেছেন, অঞ্জলির সময় তিনি চোখ বন্ধ করে হাত পাতলে হাতে ফুল চলে আসত। আর সেই ফুল দিয়েই হত অঞ্জলি। এই পরিবারের দুর্গাপুজো হয় কালিকা পুরাণ মতে। নেই কোনও বলি প্রথা। চাল কুমড়ো বা আঁখ বালি দেওয়ার রীতি রয়েছে। শ্রীহরি বক্সীর নাতি চিত্তরঞ্জন বক্সী ও বাকি তিন বংশধর প্রদীপ বক্সী, সুশান্ত বক্সী, প্রবীর বক্সী বর্তমানে পুজো করেন। বহু আগে এই পরিবারের পুজোই ছিল এলাকার একমাত্র দুর্গাপুজো। বাড়ির স্থায়ী মণ্ডপে দেবী প্রতিমা গড়ার কাজ প্রতি বছর নিয়ম করে হয়। জয়া, বিজয়ার পুজো এই বক্সী পরিবারের বিশেষত্ব। আগে পুজোয় যাত্রা পালা বসত। সেই পালা দেখতে হাজারও মানুষ ভিড় করতেন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, স্থানীয় পাত পেড়ে খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ানো হত। এই রেওয়াজ আজও রয়েছে এই পরিবারে। বক্সী পরিবারের অন্যতম সদস্য তন্ময়বাবু বলেন, 'আমাদের পরিবারের দুর্গাপুজো ঘিরে মানুষ জনের মধ্যে আবেগ রয়েছে। প্রতি বছর পারিবারিক ঐতিহ্য মেনে, রীতি মেনে পুজো হয়।'

জয়নগর কান্ড নিয়ে

তোলপাড় রাজ্যঝুড়ে

বেবি চক্রবর্ত্তী, কলকাতা: নিউজ সারাদিন : জয়নগরকাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে কল্যাণীতে আইএমসের চিকিৎসকরা ময়নাতদন্ত করলেন নির্যাতিতা নাবালিকার। এই আবহে আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টে দাবি করা হল, নির্যাতিতা যৌন হেনস্থার শিকার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ময়নাতদন্তে। এর পাশাপাশি ময়নাতদন্ত থেকে আরও স্পষ্ট হয়েছে যে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছিল সেই নাবালিকাকে। এর আগে রবিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ নির্দেশ দেন, জয়নগরের নির্যাতিতার দেহের ময়নাতদন্ত হবে কল্যাণী এইমস হাসপাতালে। কল্যাণী এইমস হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পরিকাঠামো না থাকলে ময়নাতদন্ত হবে কল্যাণী JNM হাসপাতালে। তবে সেখানকার কোনও চিকিৎসক বা কর্মী ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এই আবহে সোমবার সকালে কলকাতার কাঁটাপুকুর মর্গ থেকে শববাহী গাড়িতে করে দেহ কল্যাণীতে নিয়ে যায় পুলিশ। আদালতের নির্দেশে সোমবার বেলা ১২টা থেকে নাবালিকার দেহের ময়নাতদন্ত হয়। এই আবহে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, ওই নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। এর আগে শনিবার নাবালিকার দেহ উদ্ধারের পরেই তার বাবা জানিয়েছিলেন, রাজ্য সরকারের ওপর ভরসা নেই তাদের। ময়নাতদন্ত করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতালে। বিকেলে দেহ কাঁটাপুকুর মর্গে পৌঁছনোর আগেই রাজ্য পুলিশের ডিজিকে চিঠি দিয়ে সেকথা জানান নির্যাতিতার বাবা।

পূজোর দিনগুলিতে হাওড়া শিয়ালদা স্টেশন

সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে পূর্ব রেল

বেবি চক্রবর্ত্তী, কলকাতা : নিউজ সারাদিন : পঞ্চমীতেই ঠাকুর দেখার ভিড় উপচে পড়েছে কলকাতা সহ সর্বত্র। তাই উৎসবের দিনগুলোতে হাওড়া শিয়ালদার মতো করিডোরগুলোকে সুরক্ষিত রাখার জন্য পূর্ব রেল বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। ভিড়ের মধ্যে ষড়যন্ত্রমূলক কোন কাজ হলে তড়িঘড়ি তা প্রতিরোধের ব্যবস্থা কার্যকর করা হবে। এইজন্য স্টেশন গুলিতে কুইক রিঅ্যাকশন আর্মড টিম প্রস্তুত থাকবে।

এই টিমে ৮ থেকে ১০ জন সশস্ত্র ফোর্স থাকবে। এর জন্য আরপিএফ থেকে কর্মী বাছাই করে এই টিম তৈরি করা হয়েছে। এই বিষয় পূর্ব

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

আরজিকর সহ কয়েকটি হাসপাতালের ৫০ জন সিনিয়র চিকিৎসক গন ইস্তফা দিলেন

অনশন কর্মসূচিতে যোগদানকারী চিকিৎসকদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সোমবার থেকে ৩-৪ জন প্লেয়ার চিকিৎসক এই আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। যে সমস্ত সিনিয়র চিকিৎসক আন্দোলনে শামিল হয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকেই আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাক্তন ছাত্র। সোমবার রাতে সিনিয়র চিকিৎসকদের সংগঠন জয়েন্ট প্লাটফর্ম অফ ডক্টরস প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে " প্রত্যহ সকাল ন'টা থেকে রাত নটা ১২ ঘণ্টা করে রিলে অনশন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করতে চলেছি"। তবে এই রিলে অনশনের মধ্যে ৫০ জন সিনিয়র চিকিৎসক গণ ইস্তফা দিয়েছেন। এদিন বিভাগীয় প্রধানদের বৈঠকের পর গণ ইস্তফার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে সিনিয়র চিকিৎসকরা সাফ জানিয়ে দিয়েছেন ইস্তফা দিলেও তাঁরা হাসপাতালেই থাকবেন রোগীদের পাশে থেকে তাঁরা সরবেন না। পরিষেবা দিয়ে যাবেন।

শাস্ত্রে নবপত্রিকাকে বলা হয়েছে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার: নিউজ সারাদিন : আত্মবিশ্বাস এর উপরে নির্ভর করে চলছে সারা বিশ্বের সমাজব্যবস্থা। একটি ধর্মের একটি রীতি রেওয়াজ প্রচলিত আছে আজ পর্যন্ত। সেই সব ইতিহাসের নানান ব্যাখ্যা বারবার আমি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সবকিছুর মধ্যে যেন একটি আত্মবিশ্বাস নির্ভরশীলতা প্রথা প্রাচীনকাল থেকেই আমরা মান্যতা দিয়ে আসছি। মান্যতা দেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো উপায়ও নেই, পৃথিবীর বুকে খুজে পাওয়া যায়নি অন্য কোন বিকল্প শক্তি। বিজ্ঞান ও পারেনি এই শক্তির উৎস খুঁজতে। প্রাকৃতিক যে শক্তি, যাকে আমরা কল্পতরু রূপে বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস আত্মনির্ভরশীল ভরসার রক্ষাকর্তা, তিনি হচ্ছেন আল্লাহ, ভগবান ও গড। অদৃশ্য শক্তি আজ পৃথিবীর বুকে বিরাজমান। এই শক্তির উপরে নির্ভরশীলতা কোটি কোটি মানুষ। যে শক্তিটা আজও প্রচলিত এবং প্রচন্ড শক্তিশালী, তাকে আমরা ভগবান আল্লাহ গড যাই বলে ভরসা করে মনের সমস্ত কথা জানালে তিনি সে কাজেই সফলতা এনে দেয়। তার বাইরেও প্রচলিত হয় নাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হর্তাকর্তা বিধাতা, এই ব্রম্ভান্ডের মালিককে আমরা আজও মনে প্রানে ধন-সম্পদ সবকিছু সঁপে পূজা ও প্রার্থনা করি। এই পূজা বা পার্থনা বহু প্রাচীনকাল ধরতে প্রচলিত, আজ তা একই নিয়মে আমরা মেতে উঠি।

আকাশে বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ অনুভুতিতেই। বারবারই মনে হয় এই তো মা আসছেন। আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। ষষ্ঠীর সকালে বোধন দিয়ে শুরু হয় আচার অনুষ্ঠানের পর্ব। সপ্তমী থেকে দিন শুরু হয় পূজার্চনা। দুর্গাপুজোর আচার অনুষ্ঠান নিয়ে নানান বিধি রয়েছে। বেশি প্রশ্ন বা কৌতূহল রয়েছে গণেশের পাশে থাকা 'কলা বউ' বা 'নবপত্রিকা'কে ঘিরে। অনেকে মনেই প্রশ্ন থাকে, গণেশের পাশে ঘোমটা দেওয়া ওই গাছটি আদতে কী? এই বিষয়ে আজ আমার লেখার বিষয়বস্তু, আর সে কথাগুলো আমি আমার কলমে তুলে ধরতে চাই পাঠকসমাজের কাছে। দুর্গাপুজোর অন্যতম আচার নবপত্রিকা স্নান। সপ্তমীর সকালে হয় স্নান। নবপত্রিকার আক্ষরিক অর্থ 'নয়টি পাতা'। যা
নবপত্রিকা ন'জন দেবীর প্রতীক। কলা রূপে ব্রহ্মাণী, কচু রূপে কালিকা, হলুদ রূপে উমা, জয়ন্তী রূপে কার্তিকী, বেল রূপে শিবানী, দাড়িম রূপে রক্তদন্তিকা, অশোক রূপে শোকরহিতা, মান রূপে চামুণ্ডা এবং ধান রূপে লক্ষ্মী। শাস্ত্রে নবপত্রিকাকে বলা হয়েছে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা'। সেই কারনে
নবপত্রিকাকে বাংলার দুর্গাপূজার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ আমরা ধরে নিতে হয়। 'নবপত্রিকা' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ নয়টি গাছের পাতা। তবে বাস্তবে নবপত্রিকা নয়টি পাতা নয়, নয়টি উদ্ভিদ। রম্ভা, কচ্চী, হরিদ্রাচ, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িমৌ। অশোক মানকশ্চৈব ধান্যঞ্চ নবপত্রিকা। অর্থাৎ: কদলী বা রম্ভা (কলা), কচু, হরিদ্রা (হলুদ), জয়ন্তী, বিল্ব (বেল), দাড়িম্ব (ডালিম), অশোক, মানকচু ও ধান। একটি সপত্র কলাগাছের সঙ্গে অপর আটটি সমূল সপত্র উদ্ভিদ একত্র করে একজোড়া বেল সহ শ্বেত অপরাজিতা লতা দিয়ে বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দেওয়া হয়। তারপর সিঁদুর দিয়ে সপরিবার দেবীপ্রতিমার ডান দিকে দাঁড় করিয়ে পূজা করা হয়। প্রচলিত ভাষায় নবপত্রিকার নাম কলাবউ। নবপত্রিকা বা কলা বউ ইতিহাসের লুকিয়ে রয়েছে দেবী দুর্গার পূজিত ইতিকথা। গুপ্তযুগেও বাংলায় কোনও ব্রাহ্মণ ছিলেন না। সংস্কৃত ধর্মসূত্রের মন্তব্য স্মরণীয়: গৌড়ের লোকেরা দস্যু, সেখানে দিন কাটালে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। এ বার সেই কিংবদন্তি: রাজা আদিশূর কনৌজ থেকে ব্রাহ্মণদের এই অজায়গায় নিয়ে এসে জমি দিয়ে বসত করান। ব্রাহ্মণরা এসে দেখলেন, এ দেশে জনজীবনের মূল উৎসব চৈত্র মাসে: গাজন। জাতিভেদ নেই, সারা গ্রাম একসঙ্গে ধর্মঠাকুরের পুজোয় মেতে ওঠে। এই ধর্ম নিতান্ত লৌকিক দেবতা, যুধিষ্ঠিরের বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই সর্বজনীন সামাজিক উৎসবে থাকবন্দি শাসনকাঠামো ধরে রাখা যাবে না। অতএব শুরু হল উচ্চবর্গের বিচিত্র অন্তর্ঘাত। প্রথমেই এল দুর্গাপুজো। কিন্তু সেই বাসন্তীপুজো গাজনের জনপ্রিয়তা কমাতে পারল না। ক্ষমতা গাজনকে বরাবর সন্দেহ করেছে। আজও মন্দিরগাত্রের টেরাকোটায় চড়কপুজোর উপস্থাপনা খুঁজে পাওয়া যায় না। চৈত্র হল বছরের দ্বাদশ মাস। তার উল্টো দিকেই ষষ্ঠ মাস: আশ্বিন। উত্তরাপথে নবরাত্রি সেই সময়। রাজা সুরথ রাজ্য হারিয়ে বনে ঘুরছিলেন, মেধস মুনি সেই সময় তাঁকে শ্রীশ্রীচণ্ডী-র কাহিনি শোনান। রাজা দেবীর পুজো করে রাজ্য ফিরে পান। এ যে রাজধর্মের পুজো! সেই সংস্কৃত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মুখ্যত তিন অংশ। প্রথম অংশে ৩২টি শ্লোক, দেবী মধু ও কৈটভ দানবকে বধ করেন। দ্বিতীয় অংশে ১০৯টি শ্লোক, দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন। তৃতীয় অংশ আরও বড়, ১৯৩টি শ্লোক। "বাংলা দুর্গাপুজোর শাস্ত্রীয় আচার এই ন্যারেটিভ কাঠামো মেনে তৈরি। সপ্তমীর থেকে অষ্টমী পুজো আরও দীর্ঘ, নবমী পুজো আরও বেশি সময়ের," বলছিলেন র‍্যালফ নিকোলাস। এই সংস্কৃত চণ্ডীর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হল বাংলার চণ্ডীকে। মর্তে পুজো পাওয়ার জন্য কালকেতুকে রাজা করে দেন চণ্ডী। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা মঙ্গলচণ্ডী কী ভাবে মিশে গেল, দুর্গাপ্রতিমাই তার প্রমাণ। বাঙালির কাছে দুর্গা একই সঙ্গে অসুরনাশিনী, শিবের ঘরনি, কৈলাস ছেড়ে পিতৃগৃহে আসা কন্যা, কার্তিক, গণেশ এবং লক্ষ্মী, সরস্বতীর মা। গাঁজাড়ু স্বামীর ঘর করা সংস্কৃতে নেই। অসুরনাশিনী সেখানে লক্ষ্মীর মা এবং নারায়ণের শাশুড়িও নন। গাজনের জন-উৎসবকে উৎখাত করতেই 'ক্ষমতা' সংস্কৃত পুরাণ এবং বাংলা লোককাহিনি মিলিয়ে শারদীয় পুজোর আখ্যান তৈরি করে। কিন্তু শরৎকালে পুজো হবে কী ভাবে? আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে দেবতাদের রাত শুরু। ঘুম ভাঙে কার্তিক মাসের একাদশীতে। "ব্রাহ্মণ্যবাদ তখন অকালবোধন শুরু করে। স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যর আগে অকালবোধনের কথা জানা যায় না। খেয়াল করবেন, লক্ষ্মী, কালী বা জগদ্ধাত্রী পুজোয় কিন্তু দেবীর ঘুম ভাঙানো হয় না," জানাচ্ছেন র‍্যালফ। তবেই দুগা ক্ষমতার পুজো, জগদ্ধাত্রীও তা-ই। বস্তুত দুর্গার তন্ত্রমন্ত্রে চার হাতের দেবীর যে বর্ণনা, তা জগদ্ধাত্রী রূপ। দশ হাতের দুর্গা মহিষাসুরনাশিনী, চার হাতের জগদ্ধাত্রী বধ করেন করিণ্ডাসুরকে। কালী বা চামুণ্ডাও অসুরকে ধ্বংস করেন। অসুরনাশই ক্ষমতায় একমাত্র কাম্য। তাই দেবী বিভিন্ন রূপকে একত্রে "নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা" নামে " নবপত্রিকাবাসিন্যৈ নবদুর্গায়ৈ নমঃ মন্ত্রে পূজিতা হন।। একটি পাতাযুক্ত কলাগাছের সঙ্গে অপর আটটি গাছ মূল ও পাতাসহ একত্র করে একজোড়া বেল সহ সাদা অপরাজিতা গাছের লতা দিয়ে বেঁধে লালপাড় সাদা শাড়ি জড়িয়ে ঘোমটা দেওয়া বধূর আকার দেওয়া হয়। তারপর তাতে সিঁদুর দিয়ে দেবীপ্রতিমার ডান দিকে দাঁড় করিয়ে পূজা করা হয়। প্রচলিত ভাষায় নবপত্রিকার নাম কলাবউ। আর না জেনে আমরা এটাকেই মনে করে আসছি গনেশের বউ। নবপত্রিকার পূজা প্রকৃতপক্ষে শস্যদেবীর পূজা। এদিকে আমার মত গবেষকদের মতে, "এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়, তাহার কারণ শারদীয়া পূজা মূলে বোধহয় এই প্রকৃতি রূপিনী শস্য-দেবীরই পূজা। পরবর্তীকালের বিভিন্ন দুর্গাপূজার বিধিতে এই নবপত্রিকার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ... বলাবাহুল্য এই সবই হইল পৌরাণিক দুর্গাদেবীর সহিত এই শস্যদেবীকে সর্বাংশে মিলাইয়া লইবার একটা সচেতন চেষ্টা। এই শস্য-দেবী মাতা পৃথিবীরই রূপভেদ, সুতরাং আমাদের জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমাদের দুর্গাপূজার ভিতরে এখনও সেই আদিমাতা পৃথিবীর পূজা

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

পূজোর দিনগুলিতে হাওড়া শিয়ালদা স্টেশন সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে পূর্ব রেল

রেলের আরপিএফ এর আইজি পরম শিব জানান " এই টিমগুলোতে যারা রয়েছেন তারা শারীরিকভাবে সক্ষম, অশ্রুদ্ধদক্ষ কসরতে দক্ষ আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় পটু। পাশাপাশি এদের গোয়েন্দা নজরদারিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার ক্ষমতা রয়েছে। এই বছর পুজোর দিনগুলিতে কেউ যাতে কোনো রকম ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্ম করতে না পারে এজন্য ভিড়ের মধ্যে নজর রাখতে সিসিটিভির মাধ্যমে নিজের দাবি করবে আরপিএফ। বিশেষ করে স্টেশনে ঢোকা এবং বেরোনোর গেটগুলোতে নজর রাখা হবে। কোন রকম অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটলেই পৌছবে এই কুইক রিঅ্যাকশন আর্মড টিম"। ভিড়ের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে যাওয়া, চুরি ছিনতাই এর মত অপ্রীতিকর ঘটনার প্রতিরোধ করবে এই বাহিনী।

"হাওড়া স্টেশনে বাড়তি সাতটি কাউন্টার খোলা হবে। ডিভিশনের ত্রিশটি প্যান্ডেল লাইনের কাছে হওয়ায় সেগুলোতেও নজর করবে আরপিএফ। পুজোয় অতিরিক্ত চাহিদা বাড়ায় হাওড়া ডিভিশন পাটনা, হলদিয়া, এনজিপি, রক্সৌলস,এবং কাটিহারের মধ্যে দ্বিতীয় ট্রেন চালানো হবে।

২ পাতার পর

শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার সাব-ইন্সপেক্টর জামিন পেল কোর্ট থেকে

ওসিকে-ও চিঠি লেখেন অভিযোগকারিণী সিভিক ভলান্টিয়ার। তাঁর দাবি গত মাসের ২৪ তারিখও কম্পিউটার রুমে একই ঘটনার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। সেক্ষেত্রেও অভিযুক্ত ছিলেন ওই সাব ইনস্পেক্টর। এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭৪ নম্বর ধারায় শ্লীলতাহানির মামলা দায়ের করে শুরু হয় তদন্ত।

১-ম পাতার পর

সিনিয়র ডাক্তারেরা গণ ইস্তফা দিতেই বৈঠকে বসতে চলেছে 'বিপন্ন' নবান্ন

মঙ্গলবার ফের জরুরি বৈঠক ডাকল প্রশাসন।মঙ্গলবার সকালেই নাটকীয় মোড় নিয়েছে আরজি করের আন্দোলন। রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অনশনে বসে থাকা ডাক্তারদের সমর্থনে গণ ইস্তফা দিয়েছেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সিনিয়র ডাক্তারেরা। একসঙ্গে ইস্তফা দিয়েছেন প্রায় ৫০ জন চিকিৎসক। জল্পনা, মেডিক্যাল কলেজ, এসএসকেএম-সহ অন্য হাসপাতালের চিকিৎসকেরাও সেই পথে হাঁটতে পারেন। এর ফলে গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ঘিরেই তৈরি হতে পারে অচলাবস্থা। এই পরিস্থিতিতে জরুরি ভিত্তিতে নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকলেন মুখ্যসচিব। বৈঠকে থাকতে পারেন স্বাস্থ্যসচিবও। দাবি আদায়ে গত শনিবার থেকে ধর্মতলায় অস্থায়ী মঞ্চ বেঁধে আমরণ অনশনে বসেছেন জুনিয়র ডাক্তারেরা। কর্মবিরতি প্রত্যাহার করার পরেই অনশনে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু সিনিয়র ডাক্তারেরা এ বার গণ ইস্তফা দেওয়ায় পুজোর মধ্যে ফের চিকিৎসা পরিষেবা বিঘ্নিত হতে পারে। আর এই চিন্তাতেই ঘুম উড়েছে প্রশাসনের। সোমবার বিকালেও সাংবাদিক বৈঠক করে জুনিয়র ডাক্তারদের কাছে অনশন তুলে নেওয়ার আর্জি জানান মনোজ। আশ্বাস দেন, আগামী ১০ তারিখের মধ্যে রাজ্যের সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলির ৯০ শতাংশ উন্নয়নমূলক কাজ শেষ হয়ে যাবে। পন্থ বলেছিলেন, "আমরা সবাইকে কাজে ফিরে আসতে অনুরোধ করছি। অনেকে ফিরেছেন। বাকিরাও ফিরুন। মানুষকে পরিষেবা দিন। আমরা সবাই মিলে হাসপাতালের পরিবেশের উন্নতির চেষ্টা করছি। এবং কাজ যে হচ্ছে, সেটাও দেখা যাচ্ছে।" ঘটনাচক্রে, মুখ্যসচিবের সেই আশ্বাসের পরের দিনই গণ ইস্তফার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আরজি করের সিনিয়র ডাক্তারেরা! সরকারের উপর আরও 'চাপ' সৃষ্টি করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে।

হরিয়ানায় বিজেপির বাজিমাত, জম্মু-কাশ্মীরে ভরাডুবি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের হরিয়ানায় রাজ্যে সরকার গঠন করতে চলেছে দেশটির কেন্দ্রের ক্ষমতাসীন দল বিজেপি। রাজ্যটি ৯০ আসনের মধ্যে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজন ৪৬ আসন। সেখানে এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে বিজেপি। সেক্ষেত্রে বুথ ফেরত সমীক্ষার সমস্ত হিসাব-নিকাশ উল্টে টানা তিন বারের জন্য পশ্চিম ভারতের এই রাজ্যটিতে তারা সরকার গঠন করার পথে। ৯০ আসনের মধ্যে বিজেপি জয় পেয়েছে ৪৮ আসনে, কংগ্রেস ৩৭ আসনে, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লোক দল ২ এবং অন্যরা ৩ আসনে জয় পেয়েছে। গত ৫ অক্টোবর একটিমাত্র দফায় রাজ্যটির ৯০ টি আসনে ভোট গ্রহণ হয়। ১৯৬৬ সাল থেকে কোনো সরকারই হরিয়ানায় টানা তিনবার ক্ষমতায় থাকেনি। কিন্তু ২০১৪ সাল থেকে হরিয়ানায় সরকারে রয়েছে বিজেপি। সেক্ষেত্রে রাজ্যটিতে নতুন রেকর্ড গড়লো বিজেপি। বিধানসভা নির্বাচনের পাঁচ মাস আগেই রাজ্যটির তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টাকে সরিয়ে তার জায়গায় বসানো হয় নায়েব সিং সাইনি'কে। অন্যদিকে ভারতের জম্মু-কাশ্মীরে কংগ্রেসের সাথে জোট করে সরকার গঠন করতে চলেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স। উভয় দলই বিজেপি বিরোধীদলের জোট 'ইন্ডিয়া'র শরিক দল। মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসতে চলেছেন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর আব্দুল্লাহ। রাজ্যটির মোট ৯০ বিধানসভার আসনের মধ্যে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ৪৬ টি আসনের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায় কংগ্রেস-ন্যাশনাল কনফারেন্স জোট। জোটের দখলে গেছে ৪৯

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ২৭৬ সংখ্যা ০৯ অক্টোবর, ২০২৪ বুধবার ২২ আশ্বিন, ১৪৩১

৩ পাতার পর

হরিয়ানায় বিজেপির বাজিমাত, জম্মু-কাশ্মীরে ভরাডুবি

আসন, বিজেপি জয় পায় ২৯ টি আসনে। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মেহেবুবা মুফতির 'পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি' (পিডিপি) ৩ টি আসনে জয় পেয়েছে। অন্যরা জয় পেয়েছে ৮ টি আসনে, ১ টি মাত্র আসনে জয় পেয়েছে আম আদমি পার্টি (আপ)। সরকার গঠনের বিষয়টি স্পষ্ট হতেই শ্রীনগরে কংগ্রেস কার্যালয়ে দলীয় কর্মী, সমর্থকদের মধ্যে মিষ্টি মুখ বিতরণ করার পাশাপাশি 'লং লিভ কংগ্রেস পার্টি' বলে স্লোগান ওঠে। প্রায় ১০ বছর পর চলতি বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মোট তিন দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জম্মু কাশ্মীরে। মঙ্গলবার ছিল তার গণনা। সকাল আটটায় গণনার পর থেকেই জোর টক্কর ছিল কংগ্রেস-ন্যাশনাল কনফারেন্স জোট ও বিজেপির প্রার্থীদের মধ্যে। জয়ী হেভিওয়েট প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আব্দুল্লাহ, বিজেপি'র দর্শন কুমার, সিনিয়র সিপিআইএম নেতা এম. ওয়াই. তারিগামী। যদিও পরাজিত প্রার্থীদের তালিকায় রয়েছেন জম্মু-কাশ্মীর বিজেপি সভাপতি রবীন্দর রায়না, পিডিপি নেত্রী ইলতিজা মুফতি। এছাড়াও রাজ্যটির সাবেক ক্ষমতাসীন দল 'পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি' (পিডিপি), আপনি পার্টি, ডেমোক্রেটিক প্রোগ্রেসিভ আজাদ পার্টি- এর মত কয়েকটি ছোট রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র দলের একাধিক প্রার্থীরাও এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। উল্লেখ্য শেষবার ২০১৪ সালে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছিল জম্মু-কাশ্মীরে। ওই নির্বাচনে জোট সরকার গঠন করেছিল বিজেপি ও 'পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি' (পিডিপি)। যদিও ২০১৮ সালের ১৮ জুন জোট সরকার থেকে বেরিয়ে আসে মেহেবুবা মুফতির নেতৃতাধীন পিডিপি। সেই সময় থেকে সেখানে কেন্দ্রীয় শাসন চলছে। এরই মধ্যে ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ও ৩৫এ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পর রাজ্যের মর্যাদা হারায়। সেইসাথে জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ নামে দুইটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রের মোদী সরকার।

সম্পাদকীয়

এগরা থানার পুলিশের হাতে পাকড়াও হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডাকাতদল

খবর পেয়ে ডাকাতির বড়সড় ছক বানচাল করে দিল পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা থানার পুলিশ। সোমবার, চতুর্থীর রাতে পুলিশি অভিযানে এগরার পাহাড়পুর এলাকা থেকে দফায় দফায় মোট ছয় ডাকাতকে পাকড়াও করেছে পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ধারালো অস্ত্র, একটি দেশি রিভলভার, চারটি কার্তুজ-সহ ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত নানা জিনিস।পুলিশ জানিয়েছে, এগরা সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত টহলদারির জন্য চারটি গাড়ি ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়াও মোবাইল পেট্রলিংয়ের ব্যবস্থাও রয়েছে। আর মহিলাদের সুরক্ষার জন্য এগরা মহকুমার তিনটি থানা এলাকায় পিঙ্ক মোবাইল টিম বা উইনার্স টিমের মহিলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে উৎসব উপভোগ করতে পারেন, তার জন্য উদ্যোগী হয়েছে পুলিশ।মঙ্গলবার এগরা মহকুমা পুলিশের আধিকারিক দেবীদয়াল কুন্ডু জানিয়েছেন, ধৃতেরা সকলেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতে গোপন সূত্রে তারা জানতে পারে, এগরা থানার অনতিদূরে বড়সড় অপরাধের ছক কষা হয়েছে। সতর্ক হয়ে যায় এগরা থানার পুলিশ। পাহাড়পুর এলাকায় মোটরবাইকে সওয়ার তিন জনকে ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। তল্লাশি চালাতেই এক জনের কাছ থেকে মেলে দেশি রিভলভার। তার পরে তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। তখনই তদন্তকারীরা জানতে পারেন, আরও তিন দুষ্কৃতী তাদের সঙ্গে যোগ দিতে আসছে। ওত পেতে বাকিদেরও পাকড়াও করেছে পুলিশ।মঙ্গলবার পুলিশ আধিকারিক দেবীদয়াল বলেন, 'গতকাল (সোমবার) রাতে সূত্র মারফত এগরা থানা জানতে পারে আশপাশের এলাকায় কোনও পেট্রল পাম্প বা বাড়িতে বড়সড় ডাকাতির ছক করেছে দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সজাগ হয়ে যায়। এগরা সীমান্ত এলাকাগুলিতেও নজরদারি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তাতে পুলিশ বড়সড় সাফল্য পেয়েছে।" তিনি জানান, এর আগেও একই ভাবে এগরায় ডাকাতির জন্য এসেছিল আর এক দল ডাকাত। সে বারও পুলিশের তৎপরতায় অপরাধ সংগঠিত হওয়ার আগেই অভিযুক্তদের ধরা হয়েছিল। তারা এখন জেলে রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবারই ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর আগে তারা কোথায় কোথায় অপরাধমূলক কাজকর্ম করেছে, তাদের সঙ্গে আরও বড় কোনও চক্র রয়েছে কি না, এ সব তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আসামের অন্যান্য দেবীদের মতো দেবী কামাখ্যার পূজাতেও আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ দেখা যায়।দেবীকে যেসব নামে পূজা করা হয় তার মধ্যে অনেক স্থানীয় আর্য ও অনার্য দেবদেবীর নাম আছে। যোগিনী তন্ত্র অনুসারে এই যোগিনী পীঠের ধর্মের উৎস কিরাতদের ধর্ম। বাণীকান্ত কাকতির মতে গারো উপজাতির মানুষেরা কামাখ্যায় শূকর বলি দিত।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অসীম শক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

মা শব্দটি ছোট হলেও এর অর্থের পরিধি বিশাল, ভাষায় প্রকাশ করেও এর মর্মার্থ শেষ করা যায়না। এই স্বার্থপরতার পৃথিবীতে কেউ যদি নিঃস্বার্থে ভালোবাসে তিনি হলেন আমাদের মা, সেটাই হচ্ছে মাতৃ শক্তি বা জগৎ জননী বা অসীম শক্তি। একমাত্র ভরসার প্রতীক ও সব ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে এই মানুষটি বটবৃক্ষের ন্যায় অবিচল ছায়ার মতো আগলে রাখে। মা ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া মুশকিল। পৃথিবীর সবার কাছে বয়সে, আচরণে, অভিজ্ঞতায় বড় হলেও মা এর কাছে কখনোই বড় হতে পারিনি। তবে পৃথিবীর যে যত নিজেকে বিশাল ভাবুক না কেন জগৎ জননী মাতৃশক্তির কাছে কেউ বড় নয়। মায়ের সেই অসীম শক্তি আজও বিশ্বের কাছে বারবার বহুভাবে প্রমাণ দিয়েছে, আমরা অনেক কিছু জেনেও না জানার ভান করি এই বিশ্বের ধরাধাম। তবে তিনি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বহুবার প্রমাণ দেয় মানুষকে যে সারা বিশ্বেই তার শক্তি বিরাজমান আছে। তবু আমরা বহু অবুঝ মনের মানুষ নিজের এই উপলব্ধির কথা জেনে অস্বীকার করে। তবে অনেকে আছে এই মায়ের শক্তিকে সামনে রেখে নিজেকে ভন্ড সাজিয়ে বিশাল মায়ের ভক্ত দেখাচ্ছে , মায়ের শক্তিতে সিদ্ধি লাভ করেও লোভে পড়ে সেই শক্তি অনেকে হারিয়েছে। তবে আজকের দিনে আমরাও সেই শক্তিকে বেশিরভাগ মানুষ অস্বীকার করি। ভগবান ঈশ্বর ও জগত জননীর উপর ভরসা হারিয়ে ফেলছি একের পর এক মানুষ এই ভন্ড সাধু ও ব্রহ্মচারী বাবাদের জন্য। এই ভন্ড বাবারা মায়ের অসীম শক্তিকে ভয় দেখিয়ে নিজের কাহ্য শিল্পী করে, তবে এটা বলতে চাই এই ভন্ড বাবাদের শক্তিকে আপনারা ভয় পাবেন না। মাতৃশক্তি তিনি সবই দেখছেন বিচারো হবে একদিন, অসীম শক্তি ধারায় পরাজিত হবে এই অশুভ শক্তি। অসীম শক্তির উপরে ভরসা রাখুন আর স্মরণে থাকুন, মায়ের শক্তির উদ্ভব উদ্ধে কোন শক্তি বিরাজ নেই এই পৃথিবীতে। তিনি অসীম শক্তিধারী, জগৎ কান্ডারী, তিনি আমাদের জননী । যারা আজও ভেবে চলেছেন যে আমাদের মতন বহু মানুষকে ক্ষতি করবেন,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

শাস্ত্রে নবপত্রিকাকে বলা হয়েছে 'নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা

অনেকখানি মিশিয়া আছে। তবে অনেক পুরাণ বিশেষজ্ঞের মতে দেবীপুরাণে নবদুর্গা আছে, কিন্তু নবপত্রিকা নাই। ... নবপত্রিকা দুর্গাপূজার এক আগন্তুক অঙ্গ হইয়াছে, বোধ হয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিত। তাহাদের নবপত্রী দুর্গা-প্রতিমার পার্শ্বে স্থাপিত হইতেছে ।তবে

উল্লেখ্য, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ নেই। কালিকাপুরাণে নবপত্রিকার উল্লেখ না থাকলেও, সপ্তমী তিথিতে পত্রিকাপূজার নির্দেশ রয়েছে। কৃত্তিবাস ওঝা বিরচিত রামায়ণে রামচন্দ্র কর্তৃক নবপত্রিকা পূজার উল্লেখ রয়েছে- "বাঁধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস।" মহাসপ্তমীর দিন সকালে নিকটস্থ নদী বা কোনো জলাশয়ে (নদী বা জলাশয়ে) নিয়ে যাওয়া হয়। পুরোহিত নিজেই কাঁধে করে নবপত্রিকা নিয়ে যান। তাঁর পিছন পিছন শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকীরা ঢাক বাজাতে বাজাতে এবং মহিলারা শঙ্খ ও উলুধ্বনি করতে করতে যান। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী স্নান করানোর পর নবপত্রিকাকে নতুন শাড়ি পরানো হয়। তারপর দোলাতে বা পাল্কীতে চাপিয়ে পূজামণ্ডপে নিয়ে এসে পুরনারীদের দিয়ে বরণ করানোর পর নবপত্রিকাকে দেবীর ডান দিকে একটি কাঠে সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। পূজামণ্ডপে নবপত্রিকা প্রবেশের মাধ্যমে দুর্গাপূজার মূল অনুষ্ঠানটির প্রথাগত সূচনা হয়। অন্যদিকে

চন্দননগরের মণ্ডলবাড়িতে অবশ্য বোধন হয় প্রতিপদে। তখন থেকেই প্রতিদিন দেবীর পুজো হয়, রোজ হয় সন্ধ্যারতি। সকালে ভোগ, রাতে শীতল। বাড়ির নিয়ম তেমনই। তবে ব্যতিক্রম শুধুমাত্র পুজো শুরুর তিথিতে নয়, মণ্ডলবাড়ির পুজোয় এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা বিরল। এমন রীতি আমার অন্তত জানা ছিল না।মহাসপ্তমীর পুজোর সময় এই বাড়িতে জ্বলে হোমাগ্নি, তা নির্বাপিত হয় মহানবমীতে, এটাই রীতি।সাধারণ ভাবে নবপত্রিকা, মানে যাকে কলাবউ বলা হয়, তিনি হলেন দেবী দুর্গা। তবে এই বাড়িতে নবপত্রিকাকে যে নিয়মে পুজো করা হয়, তাতে তিনি দেবী দুর্গা নন, তিনি গণেশের স্ত্রী, মানে দেবী দুর্গার পুত্রবধূ। এটিও এই বাড়ির পুজোর আরেক বৈশিষ্ট্য। হঠাৎ করে নবপত্রিকার পুজো প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে মন্ডলবাড়ী কথা উল্লেখ করলাম কেন? মন্ডল বাড়ির পূজার নবপত্রিকা কে যেভাবে গণেশের স্ত্রীরূপে পূজা করা হয়, বাংলা তথা ভারতবর্ষের এমনই পূজা হয়না ।তাই মন্ডল বাড়ির কথাটি এই লেখাতে উল্লেখ করলাম এবং তার বিস্তারিত বলার চেষ্টা করছি।১৭৪১ সালে তৈরি হয় মণ্ডলবাড়ি। প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকেই আঙিনা, সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দালান, তা পেরিয়ে ঠাকুরদালান। এখানেই দেবীপক্ষে টানা দশ দিন পুজিতা হন দেবী দুর্গা, পুজো শুরু হয় প্রতিপদ থেকে। নেলিনের কথায়, "পুজো আগেও হত, তবে এই ভাবে প্রতিমা পুজো শুরু হয় ১৮২৫ সালে। তার আগে হত ঘটপুজো। সেই হিসাবে এই পুজো ১৯৩ বছরের পুরোনো। এই পুজো মোটেই ৩০০ বছরের পুরোনো নয়।" তিনি জানালেন এই রাজ্যে সবমিলিয়ে দশটি বাড়িতেও প্রতিপদে পুজো শুরু হয় না। এক সময় এই বাড়ির পুজোয় এক হাজার পুরোহিত আসতেন। পুজোর ব্যাপ্তিও ছিল ব্যাপক। সময়ের সঙ্গে সেই জৌলুস কমেছে। সময় বোঝানের জন্য একটি তথ্য দিয়ে রাখা দরকার: ১৭৩০ সালে চন্দননগরের গভর্নর নিযুক্ত হন যোশেফ ফ্রাঁসোয়া দুপ্লে। যাক এসব কথা, সেই বাড়িতে আমার মত লেখোকের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিলো অনেক ছোটবেলাতে।মণ্ডলবাড়িতে ঢোকার মুখে জানলার দিকে তাকালে চোখে পড়বে দাড়িওয়ালা মুখ - বাড়িটিতে ইউরোপের একাধিক দেশের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য নজর কাড়ে। জৌলুস ও ঔজ্জ্বল্য হারালেও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে এই বাড়ির। স্বাতন্ত্র্য রয়েছে পুজোরও।মূল আঙিনায় দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে দেখা যাবে দড়িতে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে নানা ধরনের ফল, ফলের থোকা। এমন রীতি আগে কখনও দেখিনি। এমন কেন? নেলিন মণ্ডল শোনালেন এই রীতির নেপথ্যকথা:তবে দুগ পুজোর কয়েকটি সঙ্গে মিল রয়েছে মধ্য এশিয়ার নানা অঞ্চলের, এমনকি আবিসিনিয়া (সাবেক ইথিয়োপিয়া সাম্রাজ্য) এবং অধুনা আফগানিস্তানের প্রাচীন কয়েকটি রীতির। তারই মধ্যে একটি হল এই ফল ঝুলিয়ে রাখা। এই সময় অনেক আত্মা মর্ত্যে নামে, অশুভ আত্মাকে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না, তাই আগেই খাবার দিয়ে দেওয়া হয়। যদি দড়ি থেকে কোনও ফল পড়ে যায় তা হলে ধরে নেওয়া হয়, আত্মা সেই ফল গ্রহণ করেছে, ফল বেঁধে নতুন করে সেই জায়গায় তা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। আর শুভ আত্মার জন্য তো নানাবিধ ভোগের আয়োজন করা হয়েই থাকে। সব আত্মাকে ফেরালে চলবে কেন! এই হচ্ছে মন্ডল বাড়ির ইতিহাস। একথা বলার সাথে সাথে প্রাচীনকালের মায়ের আরাধনা বহু ইতিহাস রয়ে গেছে, যা লিখলে রামায়ণ ও মহাভারতের মত কাব্যগ্রন্থ হয়ে যাবে। তবে

দুর্গাপূজার সঙ্গে যে পৌরাণিক কাহিনী জড়িত, তার উৎস বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী ভাগবত, কালিকাপুরাণ ইত্যাদি। শিব আর ব্রহ্মার বরে কোনো পুরুষের অজেয় ও ত্রিলোকবিজয়ী এই মহিষাসুরের অত্যাচারে স্বর্গচ্যুত দেবতাদের কাতর প্রার্থনায় আবির্ভূতা তাঁদেরই সম্মিলিত তেজসম্ভূতা দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয় সে। রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র তাঁর স্ত্রী সীতাকে রাবণের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার মানসে শরৎকালে দেবী দুর্গার আরাধনা করেছিলেন, সেই থেকে শারদীয়া দুর্গাপূজার সূচনা হয়, এমন উল্লেখ কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। আবার তারও আগে বসন্তকালে রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধি নিজেদের সৌভাগ্যকামনায় দুর্গাপূজা করেছিলেন, এ রকম পৌরাণিক কাহিনীও প্রচলিত আছে। বাঙালি কবি কালিদাস তাঁর রামায়ণে শরৎকালের দুর্গাপূজাকে অকালবোধন বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও প্রাচীনতর মার্কণ্ডেয় পুরাণে শরৎকালই দুর্গাপূজার সময় বলে উল্লিখিত। আবার বাল্মিকী রামায়ণে কিন্তু কোথাও রাম দুর্গার আরাধনা করেছিলেন বলে পরিষ্কার উল্লেখ নেই!এদিকে দুর্গাপুজোর পৌরাণিক পটভূমি যা-ই হোক, এর ইতিহাস যে বেশ প্রাচীন, সে নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে দ্বাদশ শতকে বারেন্দ্রীতে দুর্গাপূজার সবচেয়ে পুরানো উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত দুর্গা আরাধনার তত্ত্ব ও দুর্গামূর্তির রূপকল্পনা - সব কিছুতেই অনেক বিবর্তন হয়েছে। দেবী দুর্গার আরধনার মধ্যে কৃষি নির্ভর সমাজের পৃথিবীকে অর্থাৎ ভূমিকে ফলে-শস্যে সম্পদবতী করে তোলার প্রার্থনাই রূপায়িত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। তাঁদের মতে পূজার সময়ে দুর্গা মূর্তির সঙ্গে সুসজ্জিতা নবপত্রিকার [যা আদতে ন ... রকম ফল সমেত শাড়ি পরানো একটি কলাগাছ] স্থাপনাতে সেই চিন্তাই অভিব্যক্তি পেয়েছে।অন্যদিকে

ইতিহাসবিদ ও পুরাতাত্ত্বিকেরা আবার দুর্গাপূজার মধ্যে অন্য একটি রূপকের সন্ধান পান। বহিরাগত আর্যরা অনার্য অধ্যুষিত ভারতবর্ষে যুদ্ধ ও সামাজিক সংঘাতের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, এ কথা যদি মেনে নেওয়া যায়, তা হলে এটা খুবই সম্ভব যে, কৃষিপারঙ্গম আর্যরা এসে আদিম বঙ্গভূমির এমন কোনো সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল, যার কুলপ্রতীক বা টোটেম ছিল মহিষ। শস্যশালিনী পৃথিবীস্বরূপা দুর্গার হাতে মহিষাসুরের নিধনের মধ্যে কি রূপায়িত হয়েছে কৃষিকুশল আর্যদের কাছে আদিম বাংলার কৌম সমাজের নতিস্বীকারের ঘটনা? নবপত্রিকার পূজার মধ্যেও কি সেই কৃষিপরায়ণ আর্যদেরই আধিপত্য বিস্তারের ইঙ্গিত? অসম্ভব নয়। তা ছাড়া দুর্গার মহিষাসুর নিধন আর রামচন্দ্রের রাবণকে পরাভূত করার কাহিনী, এ দুয়ের মধ্যে একটি সাদৃশ্যও লক্ষণীয়। মহিষাসুর ও রাবণ - দুজনের উদ্ভবের মূলেই রয়েছে শিবের বরপ্রাপ্তি-যে শিব মূলত অনার্য দেবতা। অর্থাৎ এমনটা হতেই পারে যে, দুর্গাপূজার প্রচলনের মধ্য দিয়ে অনার্যদের পরাভবের কাহিনীই রূপায়িত হয়েছে।আমরা দেবী দুর্গার পুজার সময়ে নির্মিত আধুনিক মূর্তির যে বিবরণ শুরুতেই উপস্থিত করেছি, তার মূলে রয়েছে বিভিন্ন পুরাণ ও শাস্ত্রের বর্ণনা। এই সব পুরাণ, শিল্পশাস্ত্র ও ধ্যানমন্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী এই দেবী দশভুজা ও দশপ্রহরণধারিনী, সিংহবাহিনী তথা অসুরবিনাশিনী। আবার হেমাদ্রির বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বিংশতিভুজা আবার শিল্পরত্নের কল্পনায় তিনি ত্রিনয়নী, জটাজুটসংযুক্তা, নীলকমলসদৃশ তাঁর চোখ, তিনি পীনোন্নতপয়োধরা ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো মন্ত্রের বর্ণনায় আবার তিনি তপ্তকাঞ্চণবর্ণা,তাঁর মুখ পূর্ণচন্দ্রের মতো -- তাঁর মাথায় অর্ধচন্দ্র, তাঁর হাতে নানা আয়ুধ ও ঘন্টা, তাঁর অস্ত্রে নিপাতিত অসুর।ঠিক একই প্রথা মেনে সর্বাগে। নবপত্রিকা বিসর্জনের পরই দেবী দুর্গার মৃণ্ময়ী মূর্তিবিসর্জন হয়ে থাকে।

সিনেমার খবর

গুঞ্জনই সত্যি হলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের পরিচালকের ছবিতে জিৎ–ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত এ খবরে এখানকার সিনেমাপ্রেমীদের মনে উৎসবের আমেজ। ফেসবুক ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন গ্রুপে লেখনীর মাধ্যমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছেন। ঢালিউডের বর্তমান সময়ের আলোচিত পরিচালক রায়হান রাফী টলিউড সুপারস্টারকে নিয়ে 'লায়ন' বানাবেন।

কয়েক মাস আগে মুক্তি পাওয়া শাকিব খান অভিনীত 'তুফান' সিনেমা দেখে রাফীর ওপর আস্থা রেখেছেন জিৎ। তার পরিচালনার ধরন ভালো লেগেছে জিতের। সুপারস্টারের কথায়, 'আমি ওর (রাফী) তুফান দেখেছি। ভালো লেগেছে। শাকিব খান দারুণ কাজ করেছেন। রাফীর পরিচালনার স্টাইল আমার পছন্দ হয়েছে।'

জানা যায়, তুফান মুক্তির পর জিতের সঙ্গে দেখা করেছিলেন রাফী। তখন থেকেই সিনেমাটি নিয়ে আলোচনা চলছে। মাঝে এ নিয়ে খবর চাউর হলেও কেউ মুখ খোলেননি। তবে এবার চুপ থাকতে পারেননি পরিচালক। তার কথায়, 'আমি উচ্ছ্বসিত এ ছবিটা শুরু করছি বলে। জিতদা সুপারস্টার। অনেক দিন ধরেই আমরা মিটিং করছিলাম। খুব ইন্টারেস্টিং কিছু করতে চাইছি। এমন কিছু করব যেটা জিতদা আগে করেননি। আমিও বরাবর চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করি। বাংলা ছবিকে নতুন মাত্রা দিতে চাই।'

অ্যাকশন-ড্রামা ঘরানার ছবিটির ৬৫ শতাংশ শুটিং হবে সমুদ্রে। গল্প নিয়ে খোলাসা করতে চাইলেন না রাফী। বলেন, 'এ ছবির জন্য আমরা এমন একটা গল্প নির্ধারণ করেছি যা দুই বাংলার মানুষ আগে দেখেননি। তবে যেহেতু শুটিং সমুদ্রে হবে সেহেতু এতে জাহাজ, নৌবাহিনী ব্যাপারগুলো থাকবে এটা বলতে পারি।'

শোনা যাচ্ছিল, জিতের সঙ্গে চঞ্চল চৌধুরীকে পর্দা ভাগাভাগি করতে দেখা যাবে। কিন্তু এ তথ্য সত্য নয়। রাফী বলেন, 'চঞ্চল চৌধুরীর অভিনয়ের খবরটি কেবলই গুঞ্জন। এতে শরীফুল রাজ থাকবেন। অনেক আগে থেকেই তার সঙ্গে চূড়ান্ত কথা বলেছি।'

জিৎ বা রাজ–কেউই আসলে নায়ক বা ভিলেন নন। আবার দুজনই নায়ক এমনটাই জানালেন এ পরিচালক। এটি নির্মিত হবে যৌথ প্রযোজনায়। বাংলাদেশ থেকে থাকবে জাজ মাল্টিমিডিয়া এবং ওপার বাংলা থেকে শ্যামসুন্দর দে। সর্বশেষ জিৎ ২০১৮ সালে 'সুলতান : দ্য সেভিয়র' নামে যৌথনির্মিত সিনেমায় অভিনয় করেন। তার নায়িকা ছিলেন বিদ্যা সিনহা সাহা মিম। এ বছরের শেষের দিকে লায়নের শুটিং শুরু হবে। দৃশ্যধারণ হবে দুই বাংলায়। কিন্তু দেশের পট পরিবর্তনের পর ঘোষিত কয়েকটি সিনেমা ভিসা জটিলতার কারণে আটকে আছে। তবে ভারতীয় অংশের প্রযোজক মনে করছেন, এ নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। শ্যামসুন্দর দে বলেন, 'আমি যতদূর জানি যৌথ প্রযোজনায় কোনো সমস্যা নেই। ওপার বাংলার একটি বড় ছবির কাজ এখানে (কলকাতায়) হবে আগামী দিনে। সেটির ভিসা নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি বলে শুনেছি। আমাদের কাজ তো বছরের শেষের দিকে হবে। বিনোদনের ক্ষেত্রে দুই বাংলার সম্পর্ক সব সময় ভালো ছিল। জিৎ, রাফী আর আমার একটাই চেষ্টা–দর্শককে ভালো কিছু উপহার দেওয়া।'

ছবির নায়িকা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশের কেউ থাকবেন এতে। এমনকি এখানকার একজন নামকরা খলনায়কও অভিনয় করবেন এতে। শিগগিরই সংবাদ সম্মেলন করে বিস্তারিত জানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এর আগে জিৎ ঢাকার আরেক পরিচালক সঞ্জয় সমদ্দরের 'মানুষ' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। যদিও সেটা বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছিল। তবে নেটিজেনরা বলছেন, রাফীর ক্ষেত্রে সেটা হবে না। তিনি তাকে নিয়ে ব্লকবাস্টার ছবি উপহার দেবেন। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ২০২৫ সালের ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাবে।

ফের মা হচ্ছেন কোয়েল মল্লিক

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ফের মা হতে যাচ্ছেন জনপ্রিয় টালিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক। বৃহস্পতিবার সকালে সুখবর শেয়ার করলেন এই অভিনেত্রী নিজেই। কোয়েলের এই সুখবরে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বহু তারকা থেকে শুরু করে সাধারণ অনুরাগীরাও। কোয়েল এদিন সোশাল মিডিয়ায় একটি ছবি পোস্ট করেন। যেখানে দেখা গেল স্বামী প্রযোজক নিশপাল সিং ও ছেলে কবীরকে সঙ্গে নিয়ে বসে রয়েছেন অভিনেত্রী।

কোয়েল লিখলেন, 'সবার সঙ্গে একটি সুখবর ভাগ করে নিচ্ছি। আমাদের পরিবার আরও বড় হচ্ছে। কবীর শিগগিরই বড় দাদার দায়িত্ব পেতে চলেছে। সবার আশীর্বাদ ও ভালোবাসা চাই।'

উল্লেখ্য, প্রায় সাত বছর সম্পর্কের পর ২০১৩ সালে বিয়ে করেন কোয়েল ও নিসপাল। পরে ২০২০ সালে কোয়েলের কোলজুড়ে এসেছিল ফুটফুটে পুত্রসন্তান কবীর।

বিচ্ছেদের পেছনে ছিল 'মন্ত্রীর হাত', মুখ খুললেন সামান্থা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০১৭ সালে ভালোবেসে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন দক্ষিণের জনপ্রিয় জুটি নাগা চৈতন্য ও সামান্থা রুথ প্রভু। তবে দুজনের সংসার বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। মাত্র চার বছর পর ২০২১ সালে সংসার ভাঙে দুজনের। তবে এই জুটির ভাঙনের পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক চক্রান্ত, সম্প্রতি তেলেঙ্গানার বন ও পরিবেশমন্ত্রী কোনডা সুরেখা এমনটাই দাবি করেছেন!

সম্প্রতি তেলেঙ্গানার বন ও পরিবেশমন্ত্রী কোনডা সুরেখা দাবি করেছেন, সামান্থা ও নাগার বিচ্ছেদের পেছনে রয়েছে এক সুগভীর রাজনৈতিক চক্রান্ত। যার পেছনে হাত ছিল তৎকালীন মন্ত্রী কেটি রামা রাওয়ের। এক রাজনৈতিক সভায় দেওয়া বক্তব্যেই এমনটি দাবি করেন কোনডা সুরেখা।

বনমন্ত্রী বলেন, কেটি রামা রাওয়ের জন্যই সামান্থার বিচ্ছেদ হয়েছে। উনি তৎকালীন সময়ে মন্ত্রী ছিলেন। বিভিন্ন অভিনেত্রীর ফোনে আড়িপাতা তার কাজ ছিল। সেই আড়ি পেতে অভিনেত্রীদের হাঁড়ির খবর খুঁজে বের করতেন তিনি। এরপর সেই গোপন তথ্য পাওয়ার পর অভিনেত্রীদের ব্ল্যাকমেইল করতেন! অভিনেত্রীদের মাদকের নেশা ধরাতে একপ্রকার বাধ্য করতেন। যে কারণে সংসার জীবনে বিচ্ছেদের পথে হাঁটা ছাড়া তাদের আর কোনো গতি থাকত না। এ কথা সবাই জানেন। সামান্থা জানে, নাগা চৈতন্য জানে, তাদের বাড়ির লোক জানে বলে জানান কোনডা সুরেখা।

তেলেঙ্গানার বনমন্ত্রীর মুখে এ কথা শুনে ঝড় উঠেছে সামাজিকমাধ্যমে। নেটিজেনদের তীব্র নিন্দার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কোনডা সুরেখাকে। তেলেঙ্গানার বনমন্ত্রীকে নিন্দা জানিয়ে পাল্টা জবাব দিয়েছেন খোদ সামান্থা নিজে। সামাজিকমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন এ অভিনেত্রী। সামান্থা পরিস্কার ভাষায় জানিয়েছেন- তার ব্যক্তিগত জীবনকে যেন রাজনীতির আখড়ায় না টানা হয়।

এ অভিনেত্রী আরও বলেন, আমার বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা অত্যন্ত ব্যক্তিগত। এ বিষয়টি সম্পর্কে কোনো রকম মন্তব্য করা থেকে দয়া করে দূরে থাকুন। ব্যক্তিগত বিষয়ে নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলি না মানে এই নয়- সে বিষয়ে যা তা যে কেউ বলতে পারবেন। তিনি বলেন, আমি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিতে চাই, এই বিচ্ছেদ ছিল দুটি মানুষের যৌথ ভাবনার ফসল। এর সঙ্গে কোনো রকম রাজনীতি জড়িয়ে নেই।

এরপর মন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে সামান্থা বলেন, 'আর কোনডা সুরেখা একটা কথা বলি- আপনি নিশ্চয়ই জানেন, একজন রাজ্যের মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে আপনার কোনো বক্তব্য অথবা মন্তব্য সমাজে কতটা ছাপ ফেলতে পারে। এ অভিনেত্রী বলেন, আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, অন্যদের ব্যক্তিগত বিষয় ও জীবনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন। অন্যদের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে একটু দায়িত্বশীল হন।

গুলিবিদ্ধ গোবিন্দর বয়ানে সন্তুষ্ট নয় পুলিশ, মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা গোবিন্দ নিজের রিভলবার থেকে নিজেই গুলিবিদ্ধ হয়ে এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। গতকাল মঙ্গলবার ভোরে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার সময় এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, নিজের কাছে রাখা লাইসেন্সপ্রাপ্ত রিভলবারটি নেড়েচেড়ে দেখার সময় হাত থেকে পড়ে যায়। গুলি ছুটে এসে লাগে অভিনেতার পায়ে। যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। তাকে হাসপাতালে ভর্তির পর পায়ে অস্ত্রপচার করা হয়েছে। এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মুম্বাইয়ের জুহু থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে ইতিমধ্যে অভিনেতার কাছ থেকে জবানবন্দিও রেকর্ড করা হয়েছে। তবে বয়ানে নাকি অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে পুলিশ!

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোর ৪টা ৪৫ মিনিটে দুর্ঘটনা ঘটে। এদিন তার কলকাতায় আসার কথা ছিল, রওনা দেওয়ার আগে নিজের কাছে রাখা রিভলবারটি হাত থেকে হঠাৎই পড়ে যায় আর গুলি এসে লাগে পায়ে। পুলিশের কাছে এই অভিনেতা জানিয়েছেন, রিভলবার পরিষ্কার করার জন্য তিনি হাতে নিয়েছিলেন। সেইসময় তা 'আনলকড' ছিল। বন্দুকটি প্রায় ২০ বছরের পুরনো। কিন্তু অভিনেতার এই বয়ানে সন্তুষ্ট নয় পুলিশ।

স্থানীয় গণমাধ্যমকে সূত্র বলছে, অভিনেতার বয়ান ফের রেকর্ড করা হতে পারে। এছাড়া অভিনেতার মেয়ে টিনা আহুজাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। এদিকে, অভিনেতার 'হাত থেকে পড়ে গিয়ে গুলিবিদ্ধ' হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারছেন না নেটিজেনরা। এ নিয়ে তুমুল আলোচনা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।

আমার ইশারায় গোটা বলিউড নাচে: শাহরুখ

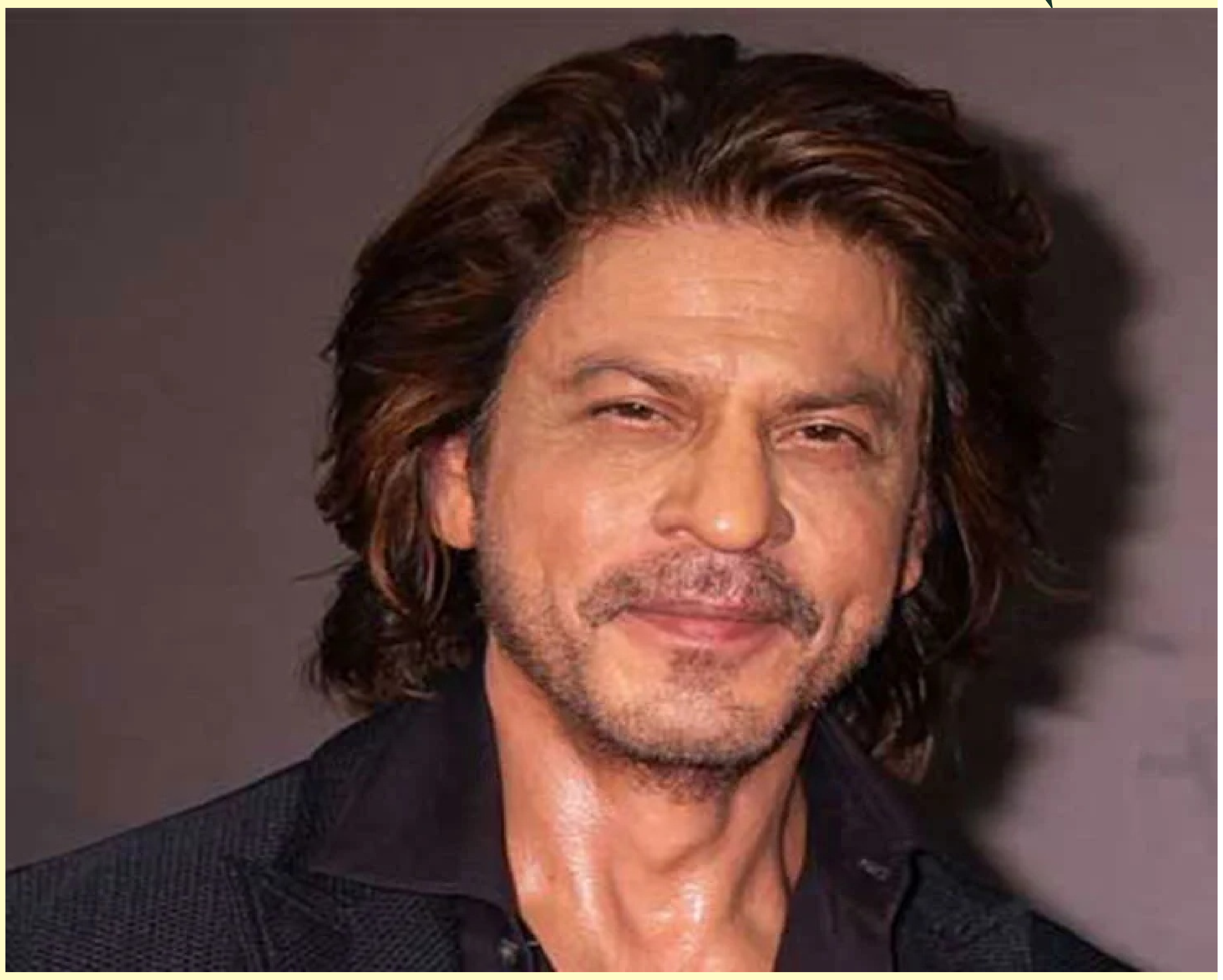

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের কিং খানকে ঘিরে হাজারও প্রশ্ন অনুরাগীদের মনে। সেটা বিবেচনায় রেখেই সম্প্রতি ভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নিজের নানা অজানা দিক তুলে ধরলেন শাহরুখ খান। বরাবরই নিজের বাড়িতে থাকেন শাহরুখ। অন্য বলিউড তারকাদের মতো আবাসনে থাকেন না তিনি। এ বিষয়ে শাহরুখ খান বলেন, 'আমি পারব না কোনওদিন আবাসনে থাকতে। কারণ, কেউ আমার ওপরে থাকবে তা কিছুতেই হবে না। আমিই এই ইন্ডাস্ট্রির ছাদ।'

শাহরুখকে রোম্যান্সের রাজা বলেন তার অনুরাগীরা। এ প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, 'আমি অবসর নিলে, রোম্যান্সও ছবির জগত থেকে অবসর নেবে।'

তার 'সিগনেচার স্টেপ' নিয়েও চর্চা কম হয় না। শাহরুখের কথায়, 'আমি নাচতে পারি কী পারি না, সেই প্রসঙ্গ কখনও ওঠেনি। কারণ, আমার ইশারায় গোটা বলিউড ইন্ডাস্ট্রি নাচে।'

প্রসঙ্গত, শাহরুখ খানের আসন্ন সিনেমা 'কিং'-এর গানের দায়িত্বে রয়েছেন অনিরুদ্ধ রবিচন্দর। ইতোমধ্যেই ছবির থিম মিউজিক নিয়ে কাজ শুরু করেছেন তিনি।

ফোন চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার সিটি তারকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মোবাইল ফোন চুরির দায়ে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ম্যানচেস্টার সিটির ফুটবলার ম্যাথিউজ নুনেস। পর্তুগালের এই মিডফিল্ডারকে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। মাদ্রিদের একটি নৈশক্লাবের বাথরুম থেকে ৫৮ বছর বয়সি এক ব্যক্তির মোবাইল ফোন অনুমতি ছাড়া নিয়ে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে নুনেসের বিরুদ্ধে। স্পেনের জাতীয় দৈনিক এল মুন্ডো এমন খবর প্রকাশ করেছে। এল মুন্ডোর প্রতিবেদন অনুসারে, গত ৮ সেপ্টেম্বর নুনেসকে গ্রেপ্তার করে স্প্যানিশ পুলিশ। এ সময় তার সঙ্গে সেই মোবাইল ফোনটি পাওয়া যায়। পরে তাকে মাদ্রিদের একটি কারাগারে নিয়ে যায় পুলিশ। কিছু সময় কারাগারে থাকার পর তাকে জামিন দেয় আদালত।

নুনেস জানান, অভিযোগ দায়ের করা ব্যক্তি অনুমতি ছাড়াই তার (নুনেস) ছবি তোলার চেষ্টা করেছিল। যে কারণে ওই ব্যক্তির কাছ থেকে জোর করে ফোন কেড়ে নেন নুনেস। পরে লোকটি তাৎক্ষণিক পুলিশকে ব্যাপারটি অবহিত করেন। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই ম্যানসিটি তারকার দখলে থাকা ফোনটি উদ্ধার করে পুলিশ।

একদল প্রত্যক্ষদর্শী দাবি করেছে, অভিযোগ দায়ের করা ব্যক্তি তার হাতে থাকা মোবাইল ফোন দিয়ে নুনেসকে স্পর্শ করেছিল। এতে প্রচণ্ড রাগান্বিত হন নুনেস। পর্তুগিজ তারকা মনে করেছিলেন, ওই ব্যক্তি ফোনে তার ছবি ধারণ করেছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ঘটনায় বিচারের মুখোমুখি হতে হবে নুনেসকে। তবে ম্যানসিটিতে খেলতে কোনো ধরনের বাধার সম্মুখীন হবেন না ২৫ বছর বয়সি পর্তুগিজ তারকা।

সালাহর রেকর্ড গড়ার রাত, লিভারপুলের জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়নস লিগে মোহাম্মদ সালাহর রেকর্ড গড়ার রাতে বোলোনিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে লিভারপুল। আর্নে স্লটের দলের এটি আসরের দ্বিতীয় জয়।

অ্যানফিল্ডে বোলোনিয়ার বিপক্ষে লিভারপুল গোলের দেখা পায় ম্যাচের শুরুর দিকেই। ১১তম মিনিটে সালাহর বাড়ানো বল ধরে দলকে এগিয়ে দেন আলেক্সিস ম্যাক আলিস্টার। লিভারপুলের জার্সিতে কোনো আর্জেন্টাইনের চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রথম গোল এটি। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের ৭৫তম মিনিটে গোল করেন সালাহ নিজেই। এটি ছিল ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় অ্যানফিল্ডে সালাহর টানা পঞ্চম ম্যাচে গোল। লিভারপুলের হয়ে এমন কীর্তি আর কারও নেই। একমাত্র গোলটিতে আরও একটা রেকর্ড গড়েছেন তিনি। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে আফ্রিকান খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৪৫ গোল এখন তার, ৪৪ গোল নিয়ে দিদিয়ের দ্রগবা নেমে গেছেন দুইয়ে।

এদিকে, টানা দ্বিতীয় জয় তুলেছে জুভেন্টাসও। ইতালিয়ান ক্লাবটি দু'বার পিছিয়ে পড়েও আধা ঘণ্টার বেশি সময় দশজন নিয়ে খেলেই লাইপজিগকে হারিয়েছে ৩-২ গোলে।

ইউনাইডেটের যোগ্যতা প্রমাণের ম্যাচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সময়টা ভালো যাচ্ছে না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। কোচ এরিক টেন হাগের ভবিষ্যত নিয়ে যাতে আরো একবার নতুন করে প্রশ্ন উঠতে না পারে সেজন্য ইউনাইটেডকে অবশ্যই এই ম্যাচে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে।

রেকর্ড ২০ বারের ইংলিশ চ্যাম্পিয়ন ইউনাইটেড প্রিমিয়ার লিগে এত বাজে শুরু এর আগে কখনই করেনি। এ পর্যন্ত ৬ ম্যাচে মাত্র সাত পয়েন্ট সংগ্রহ করে টেবিলের ১৩তম স্থানে রয়েছে রেড ডেভিলসরা। এই ম্যাচগুলোতে মাত্র পাঁচ গোল করার সুবাদে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি।

গত সপ্তাহে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে টেন হাগের সাবেক ক্লাব টোয়েন্টের সাথে ১-১ গোলের ড্র দিয়ে ইউরোপীয়ান আসর শুরু করেছে ইউনাইটেড। এই ম্যাচের পর তারকা মিডফিল্ডার ক্রিস্টিয়ান এরিকসেন বলেছিলেন, 'মনে হচ্ছে আমরা পরাজিত হয়েছি।'

গত মৌসুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হতাশাজনক পারফরমেন্সের পর ইউরোডে সর্বশেষ ৯ ম্যাচে মাত্র এক জয় আছে ইউনাইটেডের। গত রোববার প্রিমিয়ার লিগে টটেনহ্যামের কাছে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত হবার পর টেন হাগ আরো একবার দলে ভাগ্য ফেরানোর জন্য সময় চেয়েছেন। কিন্তু একইসাথে এই ডাচম্যান স্বীকার করেছেন প্রত্যাশিত মানের তুলনায় তার দল অনেকটাই দূরে রয়েছে।

এ সম্পর্কে টেন হাগ বলেন, 'আমাদের অবশ্যই স্থিতিস্থাপকতা দেখা হবে। কারন এটি যথেষ্ঠ ভাল নয়। দলের সকলের এই ব্যর্থতা মেনে নিতে হবে। এই মুহূর্ত থেকে আমাদের আরো ভাল খেলার চেষ্টা করতে হবে। প্রতিটি দিনই নতুন, প্রতিটি ম্যাচই ভিন্ন। আমি ড্রেসিংরুমে তাদের এই কথাটাই সবসময় বোঝানোর চেষ্টা করি। কালকের দিনটা সম্পূর্ণ নতুন। আমাদের অবশ্যই পরাজয় থেকে শিক্ষা নিতে হবে, অবশ্যই ভাল খেলার পথ খুঁজে বের করতে হবে। আমি এখন শুধুমাত্র পোর্তোর ম্যাচের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি। টটেনহ্যামের বিপক্ষে ম্যাচ এখন অতীত। সবকিছু পিছনে ফেলে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। পরিস্থিতির সাথে আমাদের মানিয়ে নিতে হবে। আবারো নতুন করে শুরু করতে হবে। মৌসুম মাত্র শুরু হয়েছে, এখনো অনেক ম্যাচ খেলার বাকি।'

কোবি মেইনু ও ম্যাসন মাউন্টের ইনজুরির মাত্রা খুঁজে বের করার অপেক্ষায় আছেন টেন হাগ।

ইউনাইটেড অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্দেস পোর্তোতেই বেড়ে উঠেছেন এবং তরুন বয়সে তিনি স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বী বোভিস্টার হয়ে খেলেছেন। যে কারনে পোর্তো সম্পর্কে অন্যান্য অনেক খেলোয়াড়ের থেকে তিনি বেশী জানেন। পোর্তো নরওয়ের ক্লাব বোডো/গ্লিমেটের বিপক্ষে ৩-২ গোলের পরাজয় দিয়ে ইউরোপা লিগ মিশন শুরু করেছে।

ইউনাইটেড টিভিকে ফার্নান্দেস এ সম্পর্কে বলেছেন, 'এই দলটি ইউরোপে সবসময়ই ভাল খেলে, এ ব্যপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। গত কয়েক ম্যাচে তারা দারুনভাবে উন্নতি করেছে। যদিও ইউরোপা লিগের প্রথম ম্যাচে পোর্তো হেরে গেছে। এখানে আমরা একটি অত্যন্ত কঠিন ম্যাচ প্রত্যাশা করছি। কিন্তু জয়ের জন্যই আমরা মাঠে নামবো। কারন সবকিছু নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে।'

এদিকে আগামীকাল টটেনহ্যামও ইউরোপা লিগ খেলতে মাঠে নামছে। ইউনাইটেডের বিপক্ষে লিগ ম্যাচে জয়ের মাধ্যমে সব ধরনের প্রতিযোগিতায় টানা চতুর্থ জয় নিশ্চিত করেছে স্পার্সরা। দলীয় অধিনায়ক সন হেয়াং-মিন হ্যামস্ট্রিং ইনজুরির কারনে সাইডলাইনে আছেন। প্রায় পুরোটা সময় ১০জন নিয়ে খেলেও কারাবাগের বিপক্ষে ৩-০ গোলের জয় দিয়ে ইউরোপা লিগ শুরু করেছে টটেনহ্যাম।

হাঙ্গেরিয়ান ক্লাব ফেরেঙ্কভারোস সফরকে সামনে রেখে কোচ আনগে পোস্তেকোগ্লু বলেছেন, 'কোন কিছুই পরিবর্তিত হয়ে যায়নি। আমাদের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব সেটাই করতে হবে। এখনো অনেক জায়গায় উন্নতির প্রয়োজন আছে। কিন্তু সবচেয়ে ভাল দিক হচ্ছে পুরো দলই নিজেদের উন্নতির বিষয়টিতে অনেক বেশী গুরুত্ব দিচ্ছে।'

৩১ বছর বয়সেই 'বিদায়' বললেন পাকিস্তানি লেগ স্পিনার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাত্র ৩১ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিলেন পাকিস্তানের লেগ স্পিনার উসমান কাদির। দেশটির কিংবদন্তি স্পিনার আবদুল কাদিরের ছেলের এমন সিদ্ধান্তে অবাক হয়েছেন অনেকেই।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে এই সিদ্ধান্ত জানান কাদির।

'আমি পাকিস্তান ক্রিকেট থেকে আমার অবসর ঘোষণা করছি। এবং এই অবিশ্বাস্য যাত্রার সমাপ্তি করছি। সকলকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। আমার দেশের প্রতিনিধিত্ব করা আমার জন্য একটি বিশাল সম্মানের বিষয়। এবং আমি আমার কোচ এবং সতীর্থদের সমর্থনের জন্য কৃতজ্ঞ যারা আমার সঙ্গে প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছেন।'

'অবিস্মরণীয় জয় থেকে শুরু করে আমরা যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছি, প্রতিটি মুহূর্ত আমার ক্যারিয়ারকে নতুন রূপ দিয়েছে এবং আমার জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ সেই অনুরাগী ভক্তদের কাছে যারা সবসময় আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। আপনাদের অটুট সমর্থন আমার কাছে অনেক বড় বিষয়।'

কাদিরের ক্যারিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ হলেন তার বাবা আব্দুল কাদির। বিদায়বেলা তাই বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেননি উসমান।

'এই নতুন অধ্যায়ে পা রেখে, আমি আমার বাবার উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যাব, ক্রিকেটের প্রতি আমার ভালবাসা এবং তিনি আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তা গ্রহণ করব। আমি আমার সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেটের চেতনা এবং আমরা এক সঙ্গে তৈরি হওয়া সুন্দর স্মৃতি বহন করব। সবকিছুর জন্য বাবা আপনাকে ধন্যবাদ৷

প্রায় এক বছর জাতীয় দলের বাইরে উসমান। হয়তো জাতীয় দলে দেখে ফেলেছিলেন নিজের শেষটা। যে কারণে হয়ত এই অবসর ঘোষণা।

পাকিস্তানের হয়ে ২৫টি টি-টোয়েন্টি ও একটি ওয়ানডে ম্যাচে খেলার সুযোগ হয়েছে উসমানের। সবশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন গত বছরের ৭ অক্টোবর, বাংলাদেশের বিপক্ষে।

আর্জেন্টিনার দলে ফিরলেন মেসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :গত ১৫ জুলাই কোপা আমেরিকার ফাইনালে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। মাঠ ছাড়ার পর সেদিন ফোলা পা নিয়ে ডাগআউটে বসে কাঁদতেও দেখা যায় তাকে। কোপার পর গেল সেপ্টেম্বরে আর্জেন্টিনা ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দুটি ম্যাচ খেললেও ইনজুরির কারণে দলে ছিলেন না মেসি। চোট কাটিয়ে প্রায় দুই মাস পর ইন্টার মায়ামিতে ফেরেন মেসি। এরই মধ্যে মায়ামির হয়ে কয়েকটি ম্যাচও খেলেছেন এই ফুটবল জাদুকর। কিন্তু আর্জেন্টিনার জার্সিতে মেসিকে দেখতে উন্মুখ হয়ে আছেন ফুটবল সমর্থকেরা। সমর্থকদের সেই অপেক্ষার অবসান হতে যাচ্ছে। এই অক্টোবর মাসে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দুটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। ১১ অক্টোবর ভেনেজুয়েলা ও ১৬ অক্টোবর বলিভিয়ার বিপক্ষে ম্যাচ। এই দুই ম্যাচের জন্য ২৭ সদস্যের দল ঘোষণা করেছেন আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনি। সেই দলে ফিরেছেন মেসি।

দলে প্রথমবারের মতো সুযোগ পেয়েছেন আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২০ দলে খেলা মিডফিল্ডার নিকো পাজ। ইতালিয়ান ক্লাব কোমোতে খেলেন তিনি। পাজ এর আগে ২০২২ বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত ৪৮ জনের প্রাথমিক দলে ছিলেন। নিকো পাজের বাবা পাবলো পাজ আর্জেন্টিনার হয়ে ১৯৯৮ বিশ্বকাপে খেলেন। এছাড়া দলে ফিরেছেন নিকোলাস তাগলিয়াফিকো।

এদিকে ফিফার নিষেধাজ্ঞার কারণে আর্জেন্টিনার পরের দুই ম্যাচে খেলতে পারবেন না গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ। এজন্য তাকে দলেও রাখা হয়নি। এমির বদলে কাউকে নেওয়া হয়নি। আর্জেন্টিনার ঘোষিত দলে তিন গোলকিপার হলেন- বেনিতেজ, রুলি ও মুসো। তারা আগেও আর্জেন্টিনা দলে সুযোগ পেয়েছেন।

আর্জেন্টিনার দল: গোলরক্ষক: জেরোনিমো রুল্লি (মার্শেই), হুয়ান মুসো (অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ), ওয়াল্টার বেনিতেজ (পিএসছি)। ডিফেন্ডার: গঞ্জালো মন্টিয়েল (সেভিয়া), নাহুয়েল মলিনা (অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ), ক্রিস্টিয়ান রোমেরো (টটেনহ্যাম), হার্মান পেজেল্লা (রিভার প্লেট), মার্কোস আকুইনা (রিভার প্লেট), লিওনার্দো বেলার্ডি (মার্শেই), নিকোলাস ওটামেন্ডি (বেনফিকা), লিয়ান্দ্রো মার্টিনেজ (ম্যানইউ), নিকোলাস ত্যাগলিয়াফিকো (লিঁও)। মিডফিল্ডার: লিয়ান্দ্রো পারেদেস (রোমা), ম্যাক অ্যালিস্টার (লিভারপুল), এনজো ফার্নান্দেজ (চেলসি), লো চেলসো (রিয়াল বেটিস), নিকো পাজ (কোমো), এক্সিকুয়েল পালাসিওস (বায়ার লেবারকুসেন), রদ্রিগো ডি পল (অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ), ভ্যালেন্টিন কার্বোনি (মার্শেই), থিয়াগো আলমাদা (বোটাফোগো)। ফরোয়ার্ড: লিওনেল মেসি (ইন্টার মায়ামি), নিকোলাস গঞ্জালেস (জুভেন্টাস), আলেহান্দ্রো গার্নচো (ম্যানইউ), হুলিয়ান আলভারেজ (অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ), পাওলো দিবালা (রোমা), লওতারো মার্টিনেজ (ইন্টার মিলান)।

অখ্যাত লিলের কাছে হারল রিয়াল মাদ্রিদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ। প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চসংখ্যক শিরোপাও তাদের দখলে। অন্যদিকে বুধবার রাতে রিয়ালের প্রতিপক্ষ লিলের চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নেই কোনো সাফল্য। কিন্তু সেই অখ্যাত লিলই হারিয়ে দিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের।

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলায় রিয়াল মাদ্রিদকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ফরাসি লিগের ক্লাব লিল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে পেনাল্টি থেকে গোল করেন লিলের কানাডিয়ান স্ট্রাইকার জোনাথন ডাভিড। এ জয়ের মাধ্যমে ইউরোপ-সেরা নতুন মঞ্চে প্রথম জয় তুলে নিল ফরাসি ক্লাবটি।

এদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে ফ্রান্সের মাটিতে টানা তৃতীয় ম্যাচ হারল রিয়াল। এর আগে ২০১৯ ও ২০২২ সালে পিএসজির বিপক্ষে হেরেছিল কার্লো আনচেলত্তির দল। বুধবার রাতের লিলের বিপক্ষে হারের ফলে আরও একটি দুর্দান্ত যাত্রা থামল লস ব্ল্যাঙ্কোসদের। ইউরোপ-সেরার প্রতিযোগিতায় টানা ১৪ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর হারল রিয়াল। এ ১৪ ম্যাচের ১০টিতে জয়, বাকি চারটিতে ড্র করেছিল তারা। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ৩৬ ম্যাচে অজেয় থাকার পর হারের তোতো স্বাদ পেল স্প্যানিশ জায়ান্টরা।

এদিন শেষের কয়েক মিনিট বাদে রিয়ালের পারফরম্যান্স ছিল বেশ সাদামাটা। বিশেষ করে কিলিয়ান এমবাপেহীন দলটির আক্রমণভাগ ছিল না চেনা ছন্দে। তারকায় ঠাসা দলটির কেউই তাদের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি। প্রথমার্ধে একাধিক গোলের সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি রিয়াল। চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১০ ম্যাচ পর প্রথম কোনো লড়াইয়ে গোল করতে পারল না তারা।

অথচ এদিন ৫৮ শতাংশ বল পজিশন ছিল রিয়ালের দখলে। ১২ শটের ৬টি তারা রাখে অন টার্গেটে। প্রতিপক্ষ মোট সাতটি প্রচেষ্টার মধ্যে তিনটি শট গোলে রাখে। তা থেকে অবশ্য তারাও সাফল্য পায়নি। মূলত কামাভিঙ্গা হ্যান্ডবলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় লিল। আর সফল স্পটকিকে জয়সূচক গোল করেন ডাভিড।

প্রথম ২০ মিনিটে ভালো দুটি সুযোগ পেয়েছিল রিয়াল। ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের শট ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন লিলের গোলরক্ষক লুকাস, আর একক নৈপুণ্যে বল পায়ে বক্সে ঢুকে তার বরাবর শট নেন এন্দ্রিক। ২৫ মিনিটে গোল খেতে বসেছিল সফরকারীরা। বেঁচে যায় আন্দ্রি লুনিনের পরপর সেভের সুবাদে। জোনাথন ডাভিডের প্রথম শট ঝাঁপিয়ে ফেরানোর পর আলগা বলে তার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা কোনোমতে আটকান ইউক্রেনের গোলরক্ষক। তবে বিরতিতে যাওয়ার ঠিক আগে জাল অক্ষত রাখতে পারেনি রিয়াল।

রিয়ালের আক্রমণে ধার বাড়াতে ৬১ মিনিটে ডিফেন্ডার এদের মিলিতাওয়ের জায়গায় চোট কাটিয়ে ফেরা এমবাপে এবং এন্দ্রিককে তুলে লুকা মদ্রিচকে নামান রিয়াল কোচ আনচেলত্তি। কিন্তু কেউই পারেননি নিজেকে মেলে ধরতে। মরিয়া হয়ে শেষ দিকে প্রবল চাপ দেয় অতিথিরা। ৮৫ মিনিটে গোল করার সবচেয়ে কাছাকাছিও যায় তারা; তবে জুড বেলিংহ্যামের প্রচেষ্টা গোললাইন থেকে ফেরান এক ডিফেন্ডার। পরের মিনিটে আন্টোনিও রুডিগারের হেড গোলরক্ষক ফেরানোর পর আলগা বল কাছ থেকে উড়িয়ে মারেন ভিনিসিয়ুস।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR